ধ্রুব চরিত্র।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক।)

শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত।

" ভক্ত্যাতুষ্যতি কেবলং নচগুণৈঃ

ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।"

উদ্ভট।

কলিকাতা

করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর ভবনে কলম্বিয়ান প্রেসে

শ্রীযদুনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

প্রণয়-প্রতিম-বর

শ্রীযুত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়

অভিন্ন হৃদয়েষু।

প্রিয়বর!

অবশ্য স্মরণ থাকিবে এক সময়ে তুমি আমাকে শুধাইয়াছিলে যে, করুণরস পরিপূর্ণ সুমধুর ধ্রুব-উপাখ্যানে কি একখানি অভিনয়োপযোগী নাটক রচিত হইতে পারে না? আমি সেই অবধি তোমার সেই প্রশ্নের উদ্দেশ সাধনে যত্নবান্ ছিলাম। আমার সে যত্নের ফল এই নাটকখানি। পুরাণান্তর্গত আখ্যায়িকা নাটকাকারে পরিণত করিবার জন্য আমি ইহাতে কতকগুলিন কারণ-সম্ভূত নূতন ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছি, কিন্তু সে সকলের সুসঙ্গতি সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক্ তোমার পবিত্র প্রণয়-পীযূষ-পরিপূরিত চক্ষে আমার সকলই আদরণীয়, সুতরাং তুমি ইহা সমাদর করিয়া প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তোমার এমন অকৃত্রিম প্রণয়-প্রকটিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমার এই "ধ্রুবচরিত্র" আমি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সহকারে তোমাকেই উপহার প্রদান করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলাম।

চুঁচুড়া।
১লা চৈত্র ১২৭৮ সাল

অভেদাত্মা
শ্রীনিমাই চাঁদ শীল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

উত্তানপাদ .. .. .. রাজা।

সুমতি .. .. রাজমন্ত্রী।

রসময় .. .. রাজ সহচর।

ধ্রুব .. .. } রাজার পুত্রদ্বয়।
উত্তম .. .. }

গুরুদেব .. .. রাজগুরু।

নারদ .. .. দেবর্ষি।

গঙ্গা .. .. উদ্যানের মালি।

সুনীতি .. .. জ্যেষ্ঠামহিষী।

সুরুচি ... ... কনিষ্ঠামহিষী।

অয়িতী ... ... বৃদ্ধা পুরাঙ্গনা।

হেমন্তী ... ... সুরুচির সহচরী।

ক্ষমাবতী ... ... সুনীতির দাসী।

ব্রাহ্মণ, ব্যাধ, প্রতিহারিগণ ;—

মুনিকন্যা, চামরব্যজনকারিণী ইত্যাদি।

শুদ্ধিপত্র ।

১৩।১৬ উঠ্‌লো ।   ১৬।২১ দেখো ।   ৪৫।১৭ মন ।

৬২।১৬,২৩ বিদরিছে, নাম ।

ধ্রুব চরিত্র।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক।)

সভাস্থল।

নটের প্রবেশ।

নট। (করযোড়ে)

সভাজন! আজ্ মম, সৌভাগ্য উদয়।
সমাগত সভাস্থলে, গুণি সমুদয়॥
কিন্তু আমি মূঢ় নট, অতি অকিঞ্চন।
জ্ঞানহীন ক্ষীণমতি, ভয়ে ভীত মন॥
কাঁপি থর থর করি, হতে অগ্রসর।
সংগীতে মোহিতে হেন, সভার অন্তর॥
সম্বল সাহস এই, জাগিতেছে মনে।
ক্ষমা গুণে বিভূষিত, বিশুদ্ধ সুজনে॥
তাই করি করযোড়ে, চরণে প্রণতি।
আকিঞ্চন, কৃপাদৃষ্টি, হোক মম প্রতি॥

পবিত্র পীযূষ পোরা, মধুর পুরাণ।
করুণ-সিঞ্চিত চারু, ধ্রুব-উপাখ্যান ॥
নাটকেতে গাঁথা সেই মধুমাখা কথা।
গাইব এ রঙ্গভুমে, সাধ্য মম যথা ॥
মরাল যেমন ক্ষীর, নীর ছাড়ি লয়।
তেমনি গুণীর মন, পবিত্র আলয় ॥
বেছে লবে গুণ কণা, ত্যজি দোষ রাশি।
এই আশে অভিনয়ে, রঙ্গভূমে আসি ॥

(ইতি প্রস্তাবনা।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ। রাজ অন্তঃপুরের এক ঘর।

(সুনীতি, সুরুচি ও হেমন্তী আসীন।)

সুনী। ভাই, আমি ত আর কাল্ এ সকল কিছুই দেখ্‌তে পার্‌বো না, এ শুভ কর্ম্মের সমুদয় ভার কাল্ তোমারই।

সুরু। তা কি আবার বোলে দিতে হয়? এ ত আমারই কাজ।

সুনী। দেখো বোন্! রাজকন্যে মুনিকন্যে সকলেই আস্‌বেন, কারু কাছে যেন একটুও ত্রুটি হয় না, যত্ন সমাদরে সকলকেই সন্তুষ্ট কোরো।

হেম। ছোটরাণী তা খুব পারেন, ওঁর মিষ্টি কথায় কে না বশীভূত হয়! এক বস্তুতে যদি সমুদয় জগতের মনোরঞ্জন হওয়া সম্ভব হয়

তা সে বস্তু আমাদের ছোটরাণীই। আপনি দেখ্‌বেন ওঁর মিষ্টি কথার গুণে সকলেই মনে কোর্‌বেন এ যেন তাঁদের আপ্‌নাদেরই কাজ।

সুনী। তা হলেই মা, আমার সুখের সীমা থাকবে না।

হেম। ভাল, রাজা এত দিন ধ্রুবকে কেন কোলে করেন নি?

সুনী। তা কি তুমি জান না? ধ্রুব জন্মাবা মাত্রে মহামুনি নারদ এসে রাজাকে বলেছিলেন যে, ধ্রুব বড় না হয়ে রাজার কোলে বস্‌লে অমঙ্গল হবে। সেই জন্যেই এত দিনের পর এই উদ্‌যোগ। তা না হলে ছেলে কি কেউ কোলে না করে থাকতে পারে!

হেম। ও মা! সেই সর্ব্ব অনর্থের মূল নারদ মুনি!

সুরু। না হেমন্তি, তুমি জান না, নারদ মুনি এ রাজবংশের নিতান্ত অনুকূল।

হেম। (সুনীতির প্রতি) তা, আপ্‌নাকে এ উৎসবে কি কি কর্‌তে হবে?

সুনী। রাজা এই মাত্র বলে দিলেন যে কাল দু দণ্ডের পরেই শুভক্ষণ, সেই সময় স্নান করো শুদ্ধ বস্ত্র পোরে রাজসভায় যেতে হবে, নিমন্ত্রিত রাজা মুনি ঋষিগণ আর গুরু পুরোহিতের সাক্ষ্যাতে সিংহাসনে রাজার পাশে বসে ধ্রুবকে রাজার কোলে দিতে হবে। তার পর সকলেই ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন।

হেম। তবে বলুন যে ধ্রুবের রাজসিংহাসনে এই প্রথম বসা হল।

সুনী। হেমন্তি, তুমি স্নেহ বশতঃ ধ্রুবের যেরূপ মঙ্গলকামনা কর, ভগবানের কৃপায় আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার ধ্রুবের তাই হউক।

হেম। কঞ্চুকী এই মাত্র আপ্‌নার ঘরে যে রক্ত বস্ত্র খানি দিয়ে এলেন তাই বুঝি কাল্ এ উৎসবে পর্‌তে হবে? বস্ত্র খানি বেশ্!

সুনী। হাঁ, গুরুদেবের আদেশে রাজা সেই পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিয়েছেন।

সুরু। কই, আমি ত তা দেখিনি?

সুনী। হেমন্তি, তুমি ত্বরায় গিয়ে ক্ষমাবতীর নিকট হতে বস্ত্র লয়ে এসে ছোট রাণীকে দেখাও।

হেম। যে আজ্ঞা।

(হেমন্তীর প্রস্থান)

সুনী। তবে বোন, আমিও এখন যাই, সন্ধ্যার সময়েই বিল্ব-বরণ হবে, দেখিগে আবার দ্রব্যাদি কি হল না হল। যদিও আমাদের রাজ-সংসারে সকলই মনোমত রূপে হয় বটে, তবু মায়ের প্রাণ এমনি, পুত্রের মাঙ্গলিক কর্ম্মে যেন সকল গুলিন আপনার চোকে দেখে নিতে হয়।

সুরু। তা ত সত্যই বটে, উত্তমের অন্নপ্রাশনের সময় মুনিগণের পূজার দ্রব্য সব তুমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে সুমতি যে ব্যবস্থা করেছিল তাতে আমাদের কোন না কোন একটী উগ্রস্বভাব মুনির কোপে অবশ্যই পড়্‌তে হতো।

সুনী। সেই জন্যেই ত এত ভয়। তুমি বোন সুমতিকে ডাকিয়ে এখনি বোলো যে ব্রাহ্মণকুমারীদের বস্ত্র অলঙ্কার তোমার নিকট এনে দেয়, কারণ তাঁরাই ত সুসজ্জিত হয়ে ধ্রুবকে আগে কোলে কর্‌বেন।

(প্রস্থান)

সুরু। (স্বগত) সুরুচির গুরু ভার বহনের ত কতই শক্তি! দিদি যত পার্‌লেন ততই ভার দিলেন। আমি যে কি কর্‌বো তা কিছুই ঠিক কর্‌তে পারিনে। সংসারের কাজ কর্ম্ম যে কাকে বলে তাই জানিনে। যৌবনে পদার্পণ কর্‌য়ে অবধি প্রাণনাথের মনোরঞ্জন করা ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই করিনে। দিদিও ত আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করে রেখেছেন।

বাহার।—একতালা।

আছে কি সতীর গতি, পতির পদ বিহনে।
জীয়য়ে জীবন তার, পতির জীবন জীবনে॥
ধরিয়ে পতির প্রিয় মূরতি হৃদয় মাঝে যতনে,
পূজে সতী দিবা রাতি, প্রীতি ভকতি কুসুমে,
সতীর সাধন পতির মন রঞ্জন প্রতিক্ষণে॥
উথলে সতীর হৃদয়-সুখ, পতির সুখ দর্শনে।
পতির মানেতে সতীর মান, মরণ পতির নিন্দনে॥

যাহোক্ এ উৎসবে যতদূর পারি কোর্‌বো।

(হেমন্তীর পুনঃ প্রবেশ।)

হেম। (বস্ত্র দিয়া) এই দেখ, চার চোকে দেখ, দেখে চোক্ সার্থক কর।

সুরু। হেমন্তি, যথার্থই ত, এমন উৎসবে রাণীদের সিংহাসনে বস্‌বার এই ত উপযুক্ত পরিচ্ছদ।

হেম। ভাল ছোট রাণী, তুমি কি কিছুই বুঝ্‌তে পারো না?

সুরু। কেন হেমন্তি, এমন কথা বল্লি যে?

হেম। সে এখানকার কথা নয়, তোমার ঘরে গিয়ে বল্‌বো এখন।

সুরু। কোন মন্দ ত নয়? তা আমি সুমতিকে ডেকে একবার কুমারীদের বস্ত্র অলঙ্কারের কথা শুধিয়ে এখনি শয়নাগারে যাচ্ছি, তুই বড় দিদির একাপড় খান ফিরে দিয়ে সেখানে আয়। (বস্ত্রপ্রদান)

(উভয়ের প্রস্থান)

ধ্রুবচরিত্র।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ। রাজউদ্যান॥

সুমতি ও রসময়ের প্রবেশ।

রস। আপনার সদৃশ বিজ্ঞমন্ত্রীর প্রতি ভারার্পণ করে্য রাজা এইরূপ সুচারু ব্যবস্থারই প্রত্যাশা করে্য থাকেন॥

সুম। আমি ও যাতে এ উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তজ্জন্যে যার পর নাই পরিশ্রম ও যত্ন কর্‌ছি।

রস। যাহোক্ এমন উৎসব কখনই হয় না, নগরে কি সমারোহই উপস্থিত হয়েছে, এতাদৃশ জনতা আমি কখনই দেখি নাই।

সুম। ধরণীর একাধিপতি মহারাজ উত্তানপাদ জেষ্ঠপুত্রকে এই সর্ব্ব প্রথমে ক্রোড়ে করে্য সিংহাসন সুশোভিত কর্‌বেন, এ উপলক্ষে এমন উৎসব নাহলে শোভা পায় না।

রস। রাজা, কতক্ষণে আজ্‌কের রাত্রি প্রভাত হবে, কতক্ষণে শুভক্ষণ সমাগত হবে, কতক্ষণে ধ্রুবকে কোলে কর্‌বো, এই কথার আন্দোলনেই কালক্ষেপ কর্‌ছেন।

সুম। বলেন কি মহাশয়, আজকের রাত্রি অতিবাহিত হলেই তিনি পৃথিবীর পরম সুখ লাভ কর্‌বেন; পুত্রমুখ নিরীক্ষণ, পুত্রমুখ চুম্বন আর পুত্রকে অঙ্কে সংস্থাপন, পৃথিবীতে মানুষের এই সার সুখ, এ অপেক্ষা আর কিছুই নাই। তা তিনি যে অপত্যস্পর্শ সম্ভোগে এতাবত কাল বঞ্চিত ছিলেন কাল প্রাতে সেই সুখের সময় উপস্থিত হবে, এতে আর তিনি রাত্রি প্রভাতের জন্যে ব্যগ্র হবেন না। বিশেষে ধ্রুব তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, আত্মার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ।

রাজা। যাহোক্ রাজা এমন পবিত্র সুখ কখনই অনুভব করেন নাই।

সুম। আমাদেরও সুখের সীমা নাই। তা কই মহারাজ ত এ উদ্যানে এলেন না, তবে চলুন মহারাজের নিকটে গিয়ে নগরের যাবদীয় আনন্দের সংবাদ নিবেদন করা যাক্।

রস। মহাশয়, সমস্ত দিনটে ভ্রমণ করো আমার পা একেবারে অবশ হয়ে পড়েছে, আর শিল্পজাত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নও এক প্রকার পরিশ্রান্ত হয়েছে, আপনি গমন করুন আমি এই বেদীতে বসে একটু বিশ্রাম করে এখনি যাচ্ছি।

সুম। যেমন অভিরুচি।

[প্রস্থান।

রস। (উপবেশন ও স্বগত) সকলই হয়েছে বটে, কিন্তু মন্ত্রী ভায়া আসল আমোদের কি উদ্‌যোগ করেছেন তা ত কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। আর এমন গম্ভীর-প্রকৃতি গড়ুরাবতার মন্ত্রীর রুচিতে সে আনন্দের প্রত্যাশা করাও বৃথা। একটু কাব্যশাস্ত্র না পড়্‌লে সে রুচি কোথা হতে হবে! "অসার খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরং," নৃত্য গীত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আনন্দ জগতে আর কি আছে! শর্ম্মা সে বিষয়ে যত্নবান্ না হলে ভায়া আজ্ ডুবিয়েছিলেন আর কি! অধিবাসের সন্ধ্যাকালটা মাটি কর্‌তেন! উনি মনে করেছেন আমি ওঁরই কৃত এই অসার আনন্দের ব্যবস্থা সকল দেখে পা টী খোঁড়া করো এলেম, তা নয় ভায়া, ভ্রমর যেমন পদ্মবনে ঘুরে ঘুরে মধু সংগ্রহ করে আমিও আজ্ সমস্ত দিনটে সেইরূপ নগরে সমাগত যাবদীয় নৃত্যকারিণী পদ্মিনীদের ভবনে ভ্রমণ করেছি; অবশেষে যে কাণ্ডের উদ্‌যোগ করো এসেছি তা হয় না হবার নয়।

(সুমতির পুনঃ প্রবেশ।)

সুম। মহারাজ না উদ্যানে এলেন?

রস। কই না।

সুম। এই একজন প্রতীহারী বল্‌লে রাজা অন্তঃপুরের দ্বার দিয়ে উদ্যানে এসেছেন।

রস। তা সে পথ দিয়ে ত শীঘ্র আসা যায় না, ছোটরাণীর মন্দির ত অতিক্রম কর্‌তে হবে, আমাদের রাজার পক্ষে সে বড় সহজ ব্যাপার নয়।

(নেপথ্যে সংগীত।)

সুরটমল্লার।—তাল একতালা।

সুখে সদাকাল, থাক হে রাজন্, ধরণী ভূষণ হয়ে।
অপত্য সমান জানি প্রজাগণে,
থাক হে নিয়ত ধরণী পালনে,
প্রকৃতির হিত, সদা বিরাজিত,
থাকুক্ রাজহৃদয়ে।
সাহস আগার, ও বক্ষঃ তোমার, অতুল বল ভুজমূলে।
ধরম মন্দির, ও মন সুন্দর, জ্ঞান দীপ তাহে জ্বলে।
বাঁধা থাক্ তব প্রেম আলিঙ্গনে,
কমলা সহিত রাণী দুই জনে,
পাতক সহিত তোমার শাসনে,
পলাগ্ দুর্জ্জন চয়ে।

সুম। এ সংগীতের শব্দ ছোটরাণীর নাট্যশালা হতেই আস্‌ছে বোধ হয় তাঁর সুগায়িকা মধুরিকা এ গানটী নূতন রচনা করো উৎসব স্থলে সংগীত কোর্‌বেন বলে অভ্যাস কর্‌ছেন। কি মধুর স্বর!

রস। আপ্‌নি যে সংগীতবিদ্যার এমন গুণগ্রাহী তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তেম না, ভালই হয়েছে।

সুম। কেন বল দেখি?

রস। সে কথা আর কি বল্‌বো, সন্ধ্যার পর রাজসভায় দেখ্‌তে পাবেন।

সুম। ব্যাপার কি, বলই না?

রস। অমৃতপুরের জগৎবিখ্যাত কাঞ্চনমালাকে আজ্ রাজসভায় নৃত্যগীত কর্‌বার নিমন্ত্রণ করে্য এসেছি। তিনি সামান্য নর্ত্তকী নন, পূর্ব্ব জন্মে অপ্সরা ছিলেন! জন্মান্তরীণ পুণ্য ব্যতীত তাঁর নৃত্য দর্শন সামান্য অদৃষ্টে ঘটে না। রাজপ্রসাদে আমরা ভাগ্যবান্ তাই যা হোক।

সুম। তবে আমি এ সংবাদও রাজার কর্ণগোচর করিগে?

রস। আপ্‌নি চলুন, আমিও গঙ্গাদেবীকে পথ প্রদর্শন করে্য এখনি সে সাগরে মিলিত হচ্ছি!

সুম। তবে শঙ্খ লয়ে ত্বরায় অগ্রগামী হোন্!

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

রস। (স্বগত) যথার্থই বটে! স্রোতস্বতী সুরধুনীর হিল্লোলে যেমন ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার হয়েছিল, আজ্ সেই স্বর্গীয় নর্ত্তকীর চরণ-চালন-হিল্লোলে আমারও সেই রূপ!——যা হোক, এখন এ বর্ত্তমান্ পুরুষের উপায় কি? হেমন্তী কি কিছুতেই আমার হবে না? সে রূপরাশিতে আমার এ বক্ষঃস্থল কি কখনই সুশোভিত হবেনা? (নেপথ্যে দেখিয়া) এ কি! আজ্ যে বড়ই সুলক্ষণ দেখ্‌ছি, নাম না কর্‌তেই——

(হেমন্তীর প্রবেশ।)

একটু এই আড়ালে দাঁড়াই। আহা, সুন্দরীর কি রূপ!

কিবা নন্ধ নধর, শরীর সুন্দর,
যেন নবনী থক্‌থকায়তে।
কিবা ভাব ঢল ঢল, যেন পক্ক জাম্ব ফল,
থল্ থল্ গল্ গলায়তে॥

কিবা রূপ মনোমত, সিন্দূরে আম্র মত,
কত ডোম্ কাক ছুটে ফটায়তে।
কিবা হেলে দুলে চলন, যুব জন মরণ,
যেন পিছলে পা পিছলয়তে॥

হেম। (স্বগত) ভালই হয়েছে, এই যে, বর্ব্বর বামন এই বাগানেই আছে, তবে ফুল তুলে এক ছড়া মালা গাঁথি। (পুষ্প চয়ন ও মালা গ্রন্থন।)

রস। সুন্দরি, কার জন্যে এত যত্ন করো্যে মালা গাঁথা হচ্ছে?

হেম। তোমায় তা বলে কি হবে?

রস। বলি, যে জন নিতান্ত আশ্রিতের মত নিয়ত তোমার চরণতলে পড়ে আছে, এ যত্নের মালা কি তারই গলে দিবে?

হেম। না।

রস। যদি নিতান্ত না দাও, তবে এ গলদেশ চরণ দিয়ে দলন করো? (চরণে পতনোদ্যত।)

হেম। রসময়, তুমি বামন হয়ে কি করো?

রস। সুন্দরি, মন্মথ আমার ব্রাহ্মণ্যদেবকে নিতান্তই তোমার চরণের শরণাগত করেছেন, আমার কোন অপরাধ নাই।

হেম। আমি এ মালা এক জনার গলে দেব বলেই গাঁথ্‌ছি বটে, কিন্তু কার্ গলে দেব তা কিছুই জানি নে।

রস। সুন্দরি, তবে কি উৎসবের রাজসভা তোমার স্বয়ম্বর সভা হবে?

হেম। পারিজাত ভিন্ন অন্য ফুল কি দেবতারা সমাদর করেন?

রস। তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী রূপের গৌরব কখনই করে না। যা হোক্, তবে এ অধীনের অপরাধ কি? যে নিতান্ত অনুগত, যার নয়নে এ রূপরাশি অতুল্য, যে এ মধুর মূর্ত্তিখানি হৃদয়পটে চিরদিন অঙ্কিত করো্যে রেখেছে, যে এ ক্ষীণ তনুটী বক্ষঃস্থলে স্থাপিত কর্‌তে কতই লালায়িত, সে কি তোমার দয়ার পাত্র নয়?

হেম। রসময়, আমি এই বনেই স্বয়ম্বরা হবো; কুসুমিত সহকার, বক, তমাল, যার গলে ইচ্ছা হয় আমি আজ্ এ মালা দেবো।

রস। এ বৃক্ষ সভায় অধীনের আগমন কি নিষেধ হবে?

হেম। ইচ্ছা হয় এসো।

রস। সুন্দরি, বিলম্বেরই বা ফল কি? সকলেইত উপস্থিত আছেন, মালাও প্রস্তুত, এখনই কেন বরের গলায় দাও না?

হেম। চন্দ্রদেব সম্মুখেই স্বয়ম্বরা হওয়া উচিত। আজ্ রাত্রি দুই প্রহরের সময় চন্দ্র উদিত হলে হেমন্তি এই বৃক্ষ সমাজে স্বয়ম্বরা হবে।

রস। সে সময় অন্তঃপুরের বাগানে!

হেম। কণ্টকময় কমলবনে যেতে কি ভ্রমর ভয় করে?—এখন চল প্রস্থান করি, বড়রাণী বিল্ব-বরণ করতে আসছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গুরুদেব, সুনীতি, অয়িতী ও বরণপাত্রহস্তে ক্ষমাবতীর প্রবেশ।)

অয়ি। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) মা, এই সেই বিল্ববৃক্ষ। যে দিন তোমার ধ্রুব জন্মেছে এ বিল্বও সেই দিন অঙ্কুরিত হয়েছে, এটী তোমার ধ্রুবের বয়সী।—ক্ষমাবতি, এ সকল এই স্থানে রাখো?

গুরু। দেবি, তবে যথাবিহিত বিল্ব-বরণ করি?

অয়ি। হাঁ দেব, করুন। ক্ষমাবতি, আসন পেতে দাও! (আসন দান) দেব, উপবেশন করুন! মা, তুমি এই আসনে বসো? (সুনীতি ও অয়িতীর উপবেশন।)

(যথাবিহিত রূপে বরণ ইত্যাদি।)

গুরু। এই বরণ সম্পূর্ণ হলো। (ক্ষমাবতী কর্ত্তৃক শঙ্খ ধ্বনি।)

অয়ি। মা, এইবার তুমি বিল্বকে স্পর্শ করো পুত্র ভাবে আশীর্ব্বাদ করো।

সুনী। (স্পর্শ করিয়া) বৎস, চিরজীবী হও, বনের রাজা হও, পরহিতে ও দৈবকার্য্যে কাল যাপন করো।

অগ্নি। এই রূপে মা, ধ্রুবের সকল মঙ্গল কর্ম্মের পূর্ব্বে বিল্বের অগ্রে হবে। কাল্, মঙ্গলদায়িনী ব্রাহ্মণকুমারীরা অগ্রে বিল্বকে কোলে কর্‌বেন, রাজাও অগ্রে বিল্বকে ক্রোড়সমর্পণ কর্‌বেন, আর তুমিও মা, কাল্ প্রাতে ধ্রুবকে রত্নসিঞ্চিত জলে স্নান করাবার পূর্ব্বে বিল্বকে স্নান করিও।

সুনী। দেবি, সকলই তোমার ইচ্ছামত হবে।

অগ্নি। তবে এখন চল মা?

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগ। সুরুচির শয়নাগার।

(সুরুচি ও হেমন্তী আসীন।)

হেম। এমন সর্ব্বনেশে সপত্নী-প্রণয় ত কোথাও দেখিনে। যা হোক্ তোমাদের যেন ভারত ছাড়াই ঘটেছে, তা বলে কি একবার মনে বুঝে দেখে না কার মনের কি ভাব। বল দেখি তুমি যেমন বড়-রাণীকে আপনার বড় বোনের মত শ্রদ্ধা ভক্তি কর, তিনি কি তো-মাকে তেম্নি স্নেহ মমতা করেন?

সুরু। হেমন্তি, অমন কথা বলিস্‌নে, বড় দিদি আবার আমায় ভাল বাসেন না!

হেম। কেন, রাজার উপর সমান ভাগ না বসিয়ে তোমাকে বেশি দিয়েছেন বলে কি ভালবাসার পরিচয় পেয়েছো? তা নয়, তার মানে আছে। পুরুষের যুবতী স্ত্রী বড় আদরের তা বড় রাণী বিলক্ষণ জানেন; যখন তোমার এ যৌবন বর্ষাকালের ভরা নদীর মত টল মল করে উঠ্‌লে, রাজার মনও একেবারে উথ্‌লে পড়লো, বড়রাণী চতুরা, বুঝ্‌লেন, তখন সপত্নী ভাব প্রকাশে আপনারই ক্ষতি, রাজার ভাল-বাসার স্রোত কিছুতেই নিবারণ হবার নয়, কোন রূপে বাধা দিলে তাঁরই উপর রাজার মন ভেঙ্গে যাবে; তখন আর কি করেন কাজে কাজেই রাজার মন রাখ্‌বার জন্যেই তোমাকে একটু একটু ভালবাসা দেখাতে লাগ্‌লেন। তা না হলে বলদেখি ভারতে এমন মেয়ে মানুষ কি আজো জন্মেছে যে, স্বামী সতীন্ গলায় গেঁথে দিলে, আ-বার সেই সতীন্ স্বামীর ভালবাসা হলে, সে কি সেই সতীন্‌কে যত্নের সহিত ভাল বাসে? মনের সহিত আদর করে? একটু ভাল করো বুঝে বল দেখি, সতীনের এমন সুখের অবস্থায় সে কি আহ্লাদে ভাস্‌তে থাকে না তার দেহ কালকুট বিষে জর জর হয়,

তার বুকে কুল কাটের আগুণ জ্বল্‌তে থাকে? বড় রাণী যে তোমাকে ভাল বাসেন, সে কেবল লোক দেখান, রাজার মন-যোগান মাত্র, অন্তরের সহিত কিছুই নয়। যা হবার নয় তা কখনই হয় না, পাথরও জলে ভাসে না, মাছও ডাঙ্গায় বাঁচে না, সতীনে সতীনে প্রণয়ও হয় না।

স্বরু। তাই বটে হেমন্তি! তুই যেন আমাকে এতদিনে জ্ঞান দিলি!

হেম। আমি তোমার আপ্‌নার বই পর নই, আমি যখন যে কথাটী বলি, একবার মনের মধ্যে তলিয়ে বুঝো। বড় রাণী যে দায়ে পড়ে এত সহ্য করেন, মনের জ্বালা মনে রেখে মুখে হেঁসে বেড়ান, সে কেবল আপ্‌নার কাজ নেবার জন্যে বই ত নয়। তা না হলে পর্ব্বত কি চিরদিন আগুন পেটে কর্য়ে রাখ্‌তে পারে। আর তিনিও মনের মধ্যে বেশ জানেন তোমার উপর রাজার ভালবাসা কিছু চিরদিনের জন্যে নয়, যত দিন তোমার এই ভরা যৌবন আর রাজার কাঁচা বয়েস। শেষে সেই বড় রাণীই পাটরাণী, তাঁরই ছেলেই যুবরাজ, তুমি যে, দাসী হয়ে এসেছো, সেই দাসী হয়েই থাক্‌বে। বড় রাণী এই ভরসাতেই সকলই সহ্য কর্য়ে আছেন, আর সময়ে সময়ে আপ্‌নার কাজ কেমন গুছিয়ে নিচ্ছেন। তুমি জান রাজা তোমায় ভালবাসেন, রাজা তোমার বশীভূত স্বামী, এই সুখকেই জগতের সার সুখ ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ।

সুরু। কেন হেমন্তি, স্বামীর ভালবাসাই ত স্ত্রীলোকের সার সুখ।

হেম। যদি সে ভালবাসা চিরস্থায়ী হয়, আর সে স্ত্রী যদি স্বামীর একমাত্র স্ত্রী হয়। সতীন্ থাক্‌তে স্বামীর ভালবাসা জলবিম্বের মত এই আছে এই নাই। আর তোমাকে রাজা যত যথার্থ ভালবাসেন তা এই উৎসবেই জানা যাচ্চে।

সুরু। কেন?

হেম। কেন আবার? রাজা যেন এত দিন পরেই ধ্রুবকে কোলে কর্‌বেন, তা বড় রাণীর ঘরে বসে তাঁর কোল হতে ধ্রুবকে কোলে নিলেই ত হয়, তবে এত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? এমন হাবা

কে আছে যে, বুঝ্‌তে পারে না যে, এই কোলে করাই ধ্রুবের সিংহাসনে বস্‌বার পথ করো্য দেওয়া।

সুরু। কেন হেমন্তি, ধ্রুব রাজার বড় ছেলে, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এ সিংহাসন ত ধ্রুবেরই, তা এ উৎসব যদি সেই জন্যেই হয় তাতেই বা দোষ কি?

হেম। ভাল, ছোট রাণী, তুমি সত্তি করো্য বল দেখি, ধ্রুব সিংহাসনে বস্‌লে তুমি সুখী হও, কি তোমার উত্তম বস্‌লে অধিক সুখী হও?

সুরু। আমার দুইই সমান, তবে রাজার মা হতে কার না সাধ হয়।

হেম। যদি সাধ হয় তবে কেন তার উপায় কর না? কেন হাতের লক্ষ্মী পায়ে করো্য ঠেল্‌ছো? তোমার উত্তম কি ফেল্‌না, তুমি যদি রাজার এক মাত্র মহিষী হতে, তা হলে উত্তমই ত রাজার বড় ছেলে, এ রাজসিংহাসন ত উত্তমেরই। রাজা যখন মহিষী থাক্‌তে আবার তোমায় বিয়ে করেছেন, তখন তাঁর উপর ত তোমারই অধিক জোর খাটে, তুমি যত্ন কর্‌লে এ রাজ্য পাঠ অবশ্যই উত্তমের হবে।—কিন্তু এখন যদি এমন ঘটা করো্য ধ্রুব একবার সিংহাসনে রাজার কোলে বসে, তবে নিশ্চয় জেনো তুমি জন্মেও রাজার মা হতে পার্‌বে না, চিরকালই সতীনের দাসী হয়ে থাক্‌বে। সতীনের ছেলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্‌বে, আর তোমার ছেলে হয় একটা ছাতা না হয় একটা চামর ধরো্য সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। তাই বলি এখনও সাব্‌ধান হও সময় আছে।

সুরু। কিন্তু হেমন্তি, তা কেমন করো্য হবে?

হেম। হেমন্তী কি আর ভারতের সিংহাসনটা তোমার ছেলেবে সংগ্রহ করো্য দিতে পার্‌বে না, তবে আর এ পোড়া জন্মই বা হয়েছিল কেন?

সুরু। তবে তুই যা হয় কর?

হেম। এ সহজে হবার কাজ নয়, বিষম ষড়যন্ত্র চাই, ফিকির করো্য আগে এর মূল নষ্ট কর্‌তে হবে, কোলে বসাটী বন্ধ কর্‌তে

হবে। কিন্তু তুমি না বল্‌তেই আমি তার উদ্যোগে প্রবর্ত্ত হয়েছি। এখন বড় রাণীর যে অলঙ্কারগুলিন তোমার কাছে আছে তুমি সেইগুলিন আমাকে দাও?

সুরু। সে ত এই বাক্সতেই আছে। (বাক্সহইতে অলঙ্কার প্রদান।)

হেম। আহা! ইচ্ছা হয়, এ গুলিন একবার অঙ্গে ঠেকিয়েও জন্মটা সার্থক করি।

সুরু। আয়, আমিই তোকে এ অলঙ্কারে সাজিয়ে দিই?

(অলঙ্কার পরিধান।)

হেম। রাজা উত্তানপাদের প্রিয়রাণী সুরুচি আজ হেমন্তীর পরিচারিকা। আমার কি ভাগ্যি!

সুরু। আহা, হেমন্তি, তোকে যে, এ অলঙ্কার গুলিন সেজেছে তা আর কি বল্‌বো! সে যা হোক্, কি রূপে এ কাজ করে তুল্‌বি তা বল?

(নেপথ্যে মাঙ্গলিক ধ্বনি।)

এই বুঝি অধিবাস হল।

হেম। এখানেও অধিবাস হল। দেখ ছোটরাণী, আমি বলে এসেছি রাজা এখনই এখানে আস্‌বেন, রাজা তোমার এ হাঁসি মাখা চাঁদমুখের মিষ্টি কথা শুন্‌তে যে ভাল বাসেন তাতে একটু রাত হবেই হবে, তার পর বার দ্বারীর ঘড়িতে দুপুর বেজে গেলে পূর্ব্বদিগের ঐ জানালাটা খুলে বাগানেরদিগে যাতে রাজার দৃষ্টি পড়ে তাই করো। দেখে যেন রাজার কাছে মনের কথা খুলে বলে আমার মাথা খেও না, খুব সাবধান, আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

সুরু। (স্বগত) হেমন্তীর রকম দেখে আর কথা শুনে বোধ হয় এ ষড়যন্ত্র সামান্য নয়। কি বিষম অনলে ঝাঁপ দিতে চল্‌লো তা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। ভেঙ্গে চুরেও কিছু বল্‌লে না।——

এইবার বুঝি রাজা আস্‌ছেন!

(উত্তানপাদের প্রবেশ।)

উত্তা। (উপবেশন করিয়া) প্রিয়ে, অধিবাসের সময় মঙ্গলঘরে যাও নাই কেন?

সুরু। নাথ, আমার বড় মাথা ধরেছে তাই যেতে পারি নি।

উত্তা। তা ত হতেই পারে, প্রখর রবি-কিরণে নবমালিকা ত নিশ্চয়ই ম্লান হয়, সমস্ত দিন পরিশ্রমে তোমার শরীরে ক্লেশ হবে তার আশ্চর্য্য কি! (কর ধারণ পূর্ব্বক) যে করকমল একবার মাত্র তালবৃন্ত ব্যজনে বেদনা অনুভব করে, সেই কর আজ্ সমস্ত দিন কত কঠিন কর্ম্ম করেছে। আহা প্রিয়ে, আজ্ কতই কষ্ট পেয়েছো! এসো আমি শুশ্রূষা করো তোমার শ্রান্তি দূর করি।

সুরু। নাথ, দাসীর প্রতি এ অযোগ্য কথা কেন? পূর্ণ শশধর উদিত হলেই ত কুমুদিনীর সকল দুঃখ দূর হয়। আমার শান্তির জন্যে তোমাকে কি আবার ক্লেশ কর্‌তে হয়?

উত্তা। প্রিয়ে, উত্তানপাদ এ জীবনের সমস্ত কাল ব্যয় করোও যদি প্রিয়তমা সুরুচির অনুমাত্র সুখ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হয়, তা হলেও জান্‌বো এ জীবন সার্থক আর সুখের হলো।

সুরু। নাথ, সৌগন্ধের ভার বহনের জন্যে কি মলয় মারুতকে যত্নবান্ হতে হয়? প্রথম মিলনের কথা মনে করো দেখ দেখি? যখন আমি একাকিনী সেই বনমধ্যে অশোক-বেদীতে বসো কখন তোমার প্রতিমূর্ত্তিখানি সম্মুখে রেখে নয়ন পরিতৃপ্ত কর্‌ছি, কখন কি যে ভাব্‌ছি, কি যে বল্‌ছি, তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে, কখন চিত্রপটে তোমার এই মধুর মূর্ত্তি হৃদয়মধ্যে চিত্রিত করো রাখ্‌বো বলে সযত্নে নয়ন নিমীলিত করো আছি, তারই মধ্যে একবার চেয়ে দেখি, প্রাণনাথ, তুমি আমার সম্মুখে। অম্‌নি লজ্জা আমাকে অধোমুখী কর্‌লে, তুমি আমার স্ত্রীস্বভাব-বিরুদ্ধ চপলতা স্বচক্ষে দেখে মনে মনে কতই ঘৃণা কর্‌ছো, এই ভাব্‌তে লাগ্‌লেম্ বটে, কিন্তু

নাথ, তোমাকে দেখ্‌বা মাত্র তখন আমার এম্‌নি বোধ হল যে, জগতে আজ্‌ এক অপূর্ব্ব নূতন সুখের পদার্থ দেখ্‌লেম্‌। তার পর তুমি বল্‌লে "সুন্দরি, লজ্জাবতি, যার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি এত আদর করছো সে সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।" তখন বল্‌তে কি নাথ; তোমার এই মধুমাখা কথাগুলিন আমার শ্রবণবিবর দিয়ে যেন কি এক সুখের পদার্থ ঢেলে দিলে তা আমি কিছুই বুঝতে পার্‌লেম্‌ না। তার পর প্রাণনাথ, তুমি এই করকমলে অধিনীর করস্পর্শ কর্‌লে, কর্‌বামাত্রেই সেই সংস্পর্শে আমি রোমাঞ্চিত দেহে যেন আর একটী অপূর্ব্ব নূতন সুখ সম্ভোগ কর্‌তে লাগ্‌লেম্‌।

উত্তা। প্রিয়ে, প্রণয়ের প্রথম শুভদৃষ্টি, আলাপন আর স্পর্শ এম্‌নি সুখেরই হয়।

সুরু। তবে দেখ দেখি নাথ, তোমাকে কি আমার সুখের জন্যে যত্নবান্‌ হতে হয়, না সুখ আপনা হতেই আমার সেবায় নিযুক্ত হয়েছে।

উত্তা। যাহোক্‌ প্রিয়ে, তুমি সেই সময় যে গানটী গেয়ে আমাকে আর সেই বিজন বনের কোকিলকুলকে পরিতৃপ্ত করেছিলে, সেইটী যদি আর একবার গাও ?

সুরু। নাথ, তোমার যেমন ইচ্ছা।

সিন্ধু-খাম্বাজ। মধ্যমান।

দেখো নাথ রেখ হে মনে ভুল না।
বিকালাম বিনিমূলে, দেখো হেলা কোরো না।
সাধ সেবিব ও পদ, পদে যেন ঠেল না।
রহে যেন এই ভাব, দেখো ভাবান্তর ঘটে না।
মম আশা প্রেমবারি, পরে দিয়ে প্রাণে বধো না॥

উত্তা। প্রিয়ে, তোমার মত স্ত্রী যে কত সৌভাগ্যের ফল তা আমি কি বল্‌বো। আমার ললাটে যে এত সুখ সঞ্চিত ছিল তা আমি

স্বপ্নেও জান্‌তেম না। এখন চল, প্রিয়ে, রাত্রি অধিক হয়েছে শয়ন করিগে, কাল্ আবার প্রত্যুষেই উঠ্‌তে হবে। পুরাঙ্গনাদের কাছে শুনে এলেম্ কাল্‌কের উৎসবের সমুদয় ভার তুমিই গ্রহণ করেছো।

স্বরু। হাঁ নাথ, দিদি, জলবিম্বের উপর পর্ব্বত আরোপণ করেছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

—০—

প্রয়াগ। রাজ-উদ্যান।

(রসময়ের প্রবেশ।)

রস। (স্বগত) বড়লোকেরা উত্তম দিনেই শুভকর্ম্ম করেন। রাজার মাতৃশ্রাদ্ধের দিন যে আমি কন্যাটার বিবাহ দিয়েছি সে ভালই হয়েছে। বৃত্তিভোগী আচার্য্যেরা যে আমাদের রাজাকে ঠকিয়ে খায় মনে কর্‌তেম্ তা নয়। উৎসবের কি উত্তম দিনই নিরাকরণ করেছে! লোকের একাদশ হয় এই শুভদিনের গুণেই আজ্ আমার দ্বাদশ বৃহস্পতি। চির-আরাধিত হেমন্তী আজ্ আমার হবে! আঃ এসুখ আর শরীরে ধরে না! যে হেমন্তীর চঞ্চল নয়নের একটী মাত্র কটাক্ষপাত, যার রসে-ভরা টুশটুশে ঠোঁটের একটু মাত্র মুচকীহাঁসি, যার একটী মাত্র সুমধুর কথা শুন্‌বার তরে আমি কত কঠোর ব্রত করেছি, সেই প্রাণের হেমন্তী আজ্ ঘন ঘন সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ রাশি নিক্ষেপে, মৃদু মন্দ হাঁসিতে ঢল ঢল হয়ে, অমৃতময় বচনে বলেছেন আজ্ তিনি এই উদ্যানে স্বয়ম্বরা হবেন। আমিই সেই স্বয়ম্বর সভার এক মাত্র বর। আঃ কি সুখ! কি সুখেই আজ্ আমি ভাস্‌ছি!

(এক জন ব্রাহ্মণ ও গঙ্গার প্রবেশ।)

এরা আবার কে ? তবে একটু এই বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াই।

ব্রা। কই রে গঙ্গা, নবমালিকার বন কতদূর ?

গঙ্গা। এই লগেই হবে, তা আপনকানারা ত বামণ ঠাগুর গা, শুনেছি আপনকানাদের চোকে মুখে না কি আগুণ জ্বলে, তা আপ্‌নিও কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না ?

ব্রা। না রে, বাগানে যে আরো অন্ধকার বোধ হচ্ছে।

গঙ্গা। ঠাগুর, তা হবে না গা, আপনকার লাগে কি রাত্রি ঠাক্‌রোণ আজ্ দুপুর রেতে চোলে যাবেন ? মুই সবে এই ত এখনো এক ঘড়ী পাছায় নি ভাত খায়ে শুলেম্, আর আপ্‌নি এসে গঙ্গা উঠ্‌রে উঠ্‌রে বলে ফুকার্‌তে লাগ্‌লেন।

ব্রা। দূর নির্ব্বোধ, রাত্রি শেষ হয়েছে, ঐ দেখ্ পূর্ব্বদিগ্‌টে ফর সা হচ্ছে। তা এখন থেকে ফুল না তুল্‌লে উৎসবের সময় আমি কোথা হতে সাত ঝুড়ী নবমালিকা দেবো।

গঙ্গা। তা পারেন আপ্‌নি তুলুন। ভোঁভোঁয়ানে কানামাছি গুলন সারারাত নবমাল্লিকায় মুখ জুবড়ে পড়ে থাকে, আঁধারে ঘেঁটালে এখনি টের্ পাবেন।

[নেপথ্যে ঘড়ীর শব্দ।]

ঐ শুনেন্, ঘড়ীতে কটা পিট্‌ছে!

ব্রা। (শুনিয়া) তাই ত রে! দুই প্রহর বাজ্‌লো যে!

গঙ্গা। কেমন ঠাগুর, গঙ্গা রাত ঠেওরেতে পারে না বটে!

ব্রা। অ্যাঁ, আজ্ দুপুর রেতে স্নান টা কর্‌লেম্! তা আর ত ঘরে গিয়ে শয্যা স্পর্শ করা হবে না, তা আয় গঙ্গা, এই সরোবরের ঘাটে বসে রাতটা কাটাই ?

গঙ্গা। তা মুই পার্‌বো না ঠাগুর, ইচ্ছা হয় আপ্‌নি থাকুন।
(গমনোদ্যত।)

ব্রা। না হয় তোকে কিঞ্চিৎ দেওয়ানই যাবে।

গঙ্গা। তা হলে এক দিন পারি বটে। (কিঞ্চিৎ গমন।)

রস। (স্বগত) বেটারা সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

ব্রা। গঙ্গা, আমারই ভ্রম হয়েছিল বটে রে! আজ্‌ অষ্টমী সেটা স্মরণ ছিল না। চাঁদ উঠ্‌ছেন, এটা প্রভাতের আলো নয়।——(উপবেশন করিয়া) ভাল গঙ্গা, তুই এ বাগানে থাকিস্‌ কখন কিছু দেখ্‌তে পাস্‌?

গঙ্গা। ঠাগুর গা, সে কথা আর কেন শুধুচ্ছেন; বল্‌তে গা অমনি কাঁটা দিয়ে উঠে! কখন কিছু দেখিনি বটে, আর কার্‌ইবা এমন বুকের পাটা যে সে সব দেখে, কিন্তু কত রকম শুন্‌তে পাই।

ব্রা। কি রূপ?

গঙ্গা। মুই ত সাঁজের বেলাই কুঁড়ের দ্বোর ভেজিয়ে দি, তা রাত যখন শন্‌ শন্‌ কর্‌তে থাকে, তখন এ বাগানের ভিতর কতই কাণ্ড হয়; স্বর্গ হতে দেবকন্যেরা আসেন, তাঁনারা কত খেলা ধূলো করেন; আহা, কি তানাদের চরণের নূপুরের শব্দ! আর কতই বাঁশি বাজ্‌তে থাকে, আর তানাদের গানই বা কি মিষ্টি!

ব্রা। যথার্থই বটে, এ উদ্যান যে দেব-উপভোগ্য তার আর সন্দেহ কি! গঙ্গা, তোর যথার্থই স্বর্গবাস!

গঙ্গা। ঠাগুর, আর সকালবেলা উঠে দেখ্‌তে পাই বাগান ময়ই ফুল ছড়াছড়ি। কোথায় বা ফুলের, কোথায় বা পদ্মপাতের শয্যা পাতা রয়েছে। আর কতই চরণের দাগ্‌। মুই কত ভক্তি করো তার উপর গড়াগড়ি দিয়ে দেহখান্‌ পবিত্র করি।

রস। (স্বগত) এ আর কিছুই নয়, মহারাজ রাণীদের সঙ্গে রাত্রে এ উদ্যানে বিহার করেন। বেটারা সর্ব্বনাশ কর্‌লে!

ব্রা। গঙ্গা, তুই ধন্য!

গঙ্গা। তাইতে ঠাগুর, এ শন্‌শনে রেতে এখানে আস্‌তে মন সরে না।

ব্রা। ঐ বিল্ব বৃক্ষের না আজ্‌ বরণ হয়েছে?

গঙ্গা। বাবা ঠাগুর, ঐ গাছের আড়ালে ওটা কি নড়ে গো, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন ?

ব্রা। তাইতরে! রাম! রাম!

গঙ্গা। বাবা গো! ঘাড় ভাঙ্গ্‌লে গো!

[উভয়ের প্রস্থান।

রস। (স্বগত) আপদ গেল! বাঁচ্‌লেম্‌! (বেদীতে উপবেশন।)—তা এই ত সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, রসময়-হৃদয়-বিলাসিনী চারুহাসিনী প্রাণের হেমন্তী কই? প্রিয়ে, ত্বরায় এসে এ তৃষিত চাতকের তৃষ্ণা নিবারণ করো? (সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এ আবার কি! সর্ব্বনাশ! বড়রাণী যে! একেবারে সম্মুখে এসে পড়েছেন, আর ত পালাবার উপায় নাই! কি করি!

(সুনীতির পরিচ্ছদে হেমন্তীর প্রবেশ।)

(প্রকাশে) দেবি, আমি এখানে কারু জন্যে বসে নাই। (উত্থান) নিদ্রা হয় নাই বলে একটু এই বাগানে বেড়াচ্ছি।

হেম। রসময়, এ রাত্রে এই তোমার বেড়াবার স্থানই বটে! তুমি কি জান না যে এ অন্তঃপুরের বাগান। তোমার ভাবে আর কথায় বোধ হচ্ছে তুমি অন্তঃপুরস্থ কোন মহিলার প্রতি আসক্ত হয়ে সময়ে সঙ্কেত-স্থানে অপেক্ষা কর্‌ছো। আমি জানি তুমি হেমন্তীকে কুপথগামিনী কর্‌তে যত্ন করো থাক। আজ্‌ কি সেই অকার্য্য সাধন কর্‌বার জন্যে এখানে এসেছো?

রস। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! সে কথাও জানেন! (প্রকাশে) না দেবি, তা কিছুই নয়! আমি এখনি এখান হতে প্রস্থান করি। (গমনোদ্যত।)

হেম। রসময়, তা হবে না। বিধাতা অনুকূল হয়ে এ নির্জ্জন স্থানে এমন সময় আজ্‌ আমাদের মিলন করো দিয়েছেন।

রস। দেবি, আর ছলনা করো এ অধম ক্ষুদ্র প্রাণীকে দণ্ডনীয় কর্‌বেন না, আমি এখনি যাচ্ছি।

হেম। তা কখন হবে না। রসময়, আমার নিতান্ত চপলতায় ঘৃণা করো না। আমি বামাকুল-স্বভাব-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হয়ে স্বমুখে তোমার নিকট মনের কথা প্রকাশ কর্‌ছি। আমি যথার্থই তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আমি বিল্ব-বরণের সময় তোমাকে আর হেমন্তীকে এ উদ্যানে মন্ত্রণা কর্‌তে দেখেছিলাম, আমি হেমন্তীকে পূজার ঘরে আবদ্ধ করো রেখে তার পরিবর্ত্তে আমিই তোমার অনুসন্ধানে এসেছি। (রসময়ের হস্ত ধরিয়া বেদীতে উপবেশন।)

রস। দেবি, আপনি পতিপরায়ণা সতী, সসাগরা ধরণীপতি উত্তানপাদের রাজমহিষী, লোকাভিরাম রাজকুমার ধ্রুবের জননী, আপ্‌নার এ অযোগ্য নীচ প্রবৃত্তি কেন? আমি ক্ষুদ্রজীব, রাজসংসারের নিতান্ত অনুগত আশ্রিত দাস, আমাকে ক্ষমা করুন?

হেম। (রোরুদ্যমান স্বরে) রসময়, অবলার প্রতি কি তোমার এই ব্যবহার! এতই কি লাঞ্ছনা কর্‌তে হয়? বলদেখি, আজ্ অবধি উপদেশ-বাক্যে আমার মত কোন্ স্ত্রী অভিলষিত লাভে নিবৃত্ত হয়েছে? আমি কি পূর্ব্বে শতসহস্রবার মনের মধ্যে এ ঘৃণিত কার্য্যের আন্দোলন করি নি? মনোবৃত্তি শাসনে আমি কি একান্ত যত্নবতী হই নি? আমার মনে কি ঘৃণা ভয় অহঙ্কার কিছুই নাই? কিন্তু আমি কিছুতেই কদভিলাষ শাসনে কৃতকার্য্য হতে পার্‌লেম না, অবশেষে লজ্জা ধৈর্য্য মান সকলই জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার সম্মুখে এসেছি, এখন আমার প্রতি তোমার উপদেশ-বাক্য বৃথা, তুমি আমাকে রক্ষা করো?

রস। দেবি, কমল অভ্যন্তরে যে এমন কদর্য্য কীট বসতি করে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। কিন্তু আপ্‌নি হাজার বলুন আমি রাজান্নে প্রতিপালিত হয়ে, এমন কৃতঘ্নের কর্ম্ম কখনই কর্‌তে পার্‌বো না। আমি ব্রাহ্মণ, আমি বরং আপ্‌নার চরণ ধরে বল্‌ছি আপ্‌নি আমাকে ক্ষমা করুন!

হেম। (হস্ত ধরিয়া) রসময়, আমি তোমায় বল্‌ছি তোমার

কোন ভয় নাই। চোরাসিঁড়ী দিয়ে আমার শয়নাগারে এসে রাজ-পালঙ্কে বিরাজ করসে।

রস। দেবি, এ ক্ষুদ্র পতঙ্গকে বারাম্বার স্পর্শ করে্য দেহ অপবিত্র কর্‌বেন না। কাল্‌ উৎসবে আপনি এই পরিচ্ছদ পরিধান কর্‌বেন, এ যে অপবিত্র হচ্ছে। পুত্রের মঙ্গল চিন্তাও কি আপ্‌নার হৃদয়ে স্থান পায় না?

হেম। রসময়, আমার এত কাতরতা দেখে তোমার দয়া হলো না! (কপট রোদন।)

(ঊর্দ্ধে গবাক্ষ উদ্ঘাটন ও উত্তানপাদের প্রবেশ।)

উত্তা। প্রিয়ে, এই মন্দ মলয় মারুতে এখনি তোমার দেহ শীতল হবে। চন্দ্রদেবও উদয় হয়েছেন, সুশীতল কিরণ তোমার গাত্রস্পর্শ করুক্‌।—এরা কে এত রাত্রে স্ত্রীপুরুষে অন্তঃপুরের বাগানে! একি! কি সর্ব্বনাশ!

(ঊর্দ্ধে দ্রুত-গমনে সুরুচির প্রবেশ।)

সুরু। কি নাথ, কি হয়েছে! তোমার মুখে ত এমন অমঙ্গলের কথা কখন শুনিনে!

উত্তা। সেই পরিচ্ছদ! প্রিয়ে, পূর্ব্বদিগে দেখ দেখি? দেখে বলো আমি কি জাগ্রত রয়েছি, না স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সুরু। তাইত, যথার্থই যে সর্ব্বনাশ! (উভয়ের ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি।)

হেম। রসময়, আমি এ রাজভবন, রাজভোগ, স্বামী, পুত্র, সামান্য তৃণের ন্যায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার সহগামী হবো, তাতে যদি আমাকে পথের ভিক্ষারিণী হতে হয় তাও হবো।

রস। (গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কম্পায়মান) দে-দে-দেবি সর্ব্ব-নাশ হয়েছে! পশ্চিমদিগের গবাক্ষে রাজা আর ছোটরাণী! দেবি, কি বিপদ ঘটালে!

হেম। তাইত সর্ব্বনাশ! (বৃক্ষান্তরালে গমন।)

উত্ত। প্রিয়ে, এখনি আমি তীক্ষ্ণতরবারে ঐ দুশ্চারিণী রাক্ষসীর আর ঐ অন্নদাস নরাধম কাপুরুষের মস্তকচ্ছেদন করি!

সুরু। নাথ, ধৈর্য্য ধর, সহসা এ কাজ করা কর্ত্তব্য নয়।

উত্ত। হা কুলকলঙ্কিনি! হা পাপিয়সি রাক্ষসি! তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি! (মূর্চ্ছা ও ভূতলে পতন।)

সুরু। ওমা, এ কি হল! এ কি হল!

[উভয়ের প্রস্থান।

রস। মহিষি, এ ক্ষুদ্র পতঙ্গের এখনি প্রাণ দণ্ড হবে! অকারণে কেন ব্রহ্মহত্যা কর্‌লেন! আমি সত্য কথা বল্লেও রাজা বিশ্বাস কর্‌বেন না! আর তাই বা বল্‌বার অবসর কই!

হেম। রসময়, অদৃষ্টে যা থাকে তাই ঘটে! ভবিতব্যতার দ্বার কেউ রোধ কর্‌তে পারে না। এখন উভয়ের মরণই নিশ্চয়। বোধ হয় বিধাতা আমাদের জীবনের শেষ এইরূপই লিখেছিলেন। কিন্তু জীব মুমূর্ষু সময়েও জীবনের আশা ত্যাগ করে না। যা হবার তা ত হল, এখন ধর, এই অমূল্য অলঙ্কারগুলিন গ্রহণ করে৷ এখনি এ দেশ ছেড়ে নিকটবর্ত্তী কোন নির্জ্জন স্থানে অপেক্ষা করগে, আমি পশ্চাৎ গিয়ে মিলিত হচ্ছি। এই অলঙ্কারেই আমরা রাজা রাণী হয়ে থাক্‌বো। (অলঙ্কার মোচন ও প্রদান।)

রস। (রোদন করিয়া) জীবনের অনুরোধে দেশ পরিত্যাগ কর্‌লম্‌, আমার সর্ব্বনাশ হল, কিন্তু আপ্‌নি আমার অনুসরণে ক্ষান্ত হবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

প্রয়াগ। সুরুচির শয়নাগার।

(উত্তানপাদ সয্যায়, সুরুচি পার্শ্বে উপবেশন।)

উত্তা। (ভগ্ন কণ্ঠে) হা প্রিয়ে সুরুচি! তুমি আমাকে সত করো বল, আমি কি সেই হৃদয়-বিদারক কুৎসিত দৃশ্য প্রত্যক্ষ নয়নগোচর করেছি, না আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম! সেই কি প্রকৃত ঘটনা না প্রজ্বলিত দাবানল রাশি! আহঃ, আমি কেমন করো বিশ্বাস করি যে সুনীতি পতিপ্রাণা, জগতিতলে সতীকুলের আদর্শ স্বরূপ, যা হৃদয়ে গুরুতর পর্ব্বতবৎ সপত্নী ভার স্থাপিত হলেও প্রীতি-প্রফু বদনে স্বামী-সম্ভাষণে ক্ষণমাত্র পরাঙমুখ হয় নাই, সেই সুনীতি অবিশ্বাসিনী, কুলকলঙ্কিনী, পিশাচী, রাক্ষসী, এ কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস করি! আহঃ বেগবতী স্রোতস্বতী কি সাগর পরিত্যাগ করো ইচ্ছ পূর্ব্বক গোষ্পদে মিলিত হয়! কোন্ বুদ্ধিমান স্বর্ণপাত্র পূরিত অমৃ দূরে নিক্ষেপ করো গরল ভক্ষণ করে! এ ত কখনই সম্ভব নয়! সুশী তল কমলে ত পর্ব্বত রচনা হয় না! অগ্নির দাহিকা শক্তি বরং দৈ যোগে পরিবর্ত্তিত হতে পারে, কিন্তু আমার সুনীতির স্বভ কদাপি পরিবর্ত্ত হবার নয়!—সুনীতির প্রতি যদি আমার বিশ্বাসভ হয়, তবে জগতে বামাকুলে যে পতিপ্রাণা সতী নাই, আর সতী যে অলিক পদার্থ, এই আমার স্থির সিদ্ধান্ত হবে।

সুরু। দুর্ভাগা নারীকুলের এমনি দুরদৃষ্টই বটে! এমনি ক্ষণ ভঙ্গুর চরিত্র-প্রবাদই বটে!

উত্তা। প্রিয়ে, তোমার অভিমানের জন্য এ কথা নয়। আ তুমি আমাকে বল যে, সে জঘন্য দৃশ্য কোন ঐন্দ্রজালিক মায়া প্রভা রচিত হয়েছিল।

সুরু। নাথ, আমি হতবুদ্ধি হয়েছি তুমি একটু স্থির হও?

উত্তা। প্রিয়ে, আর কেমন করো স্থির হব! এ সন্দিগ্ধ চিত্তের, এ সন্তপ্ত হৃদয়ের নিদারুণ বেদনা আর সহ্য হয় না।—না প্রিয়ে, এ-ঘটনা সত্যই বটে, আমার বেশ স্মরণ হচ্ছে, যখন তোমার পরিশ্রান্ত শরীরের শান্তির নিমিত্তে মলয় মারুত সঞ্চালনের জন্যে ঐ গবাক্ষ উদ্ঘাটন করি, তখন গগণে চন্দ্রদেব আর মন্দ সমীরণের সঞ্চালন শব্দ আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হয়েছিল, তখন আমি নিশ্চয়ই জাগ্রত ছিলাম; সুনীতি অবশ্যই দুশ্চারিণী। সে দৃশ্যের অনুমাত্র অলিক নয়। হা দুশ্চারিণি মায়াবিনি সুনীতি! তুই এমন অকার্য্য কেন কর্‌লি! তুই এ পবিত্র রাজবংশ একেবারে কলঙ্কের সাগরে ডুবিয়ে দিলি! হা পাপিয়সি কুলকলঙ্কিনি! হা কাল্ ভুজঙ্গি! হা পামরি! (অচেতন)

সুরু। ও মা, আবার কি হল! আমি কি কর্‌বো, কাকে ডাক্‌বো! (বায়ু সঞ্চালন।)

(হেমন্তীর প্রবেশ।)

হেম। আঃ, কি হাঁ করো মহাভারত শুন্‌ছেন! রাগ্ করো কথার জবাব না দিলে কিসে কাজসিদ্ধি হবে? তবে না হয় সরে বসো, আমি এতক্ষণ বড়রাণী হয়ে এলেম্, আবার এখন একবার ছোটরাণী হই।

সুরু। কি সর্ব্বনাশ! তুই বড়রাণী হয়ে রসময়ের সঙ্গে বাগানে গেছিলি? হেমন্তি, এই তোর ষড়যন্ত্র! কি ভয়ানক! আহা, বড় দিদি আমাদেরই স্ত্রীজাতি! তুই স্বজেতের উপর কেমন করে এ স্ত্রী-স্বভাব-বিরুদ্ধ অত্যাচার কর্‌লি? সতীর চরিত্রে কেন মিথ্যা কলঙ্কের দাগ্ দিলি? আমার উত্তম নাই বা সিংহাসনে বস্‌তো!

হেম। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! ছোটরাণি, যা করেছি তার ফল পরে জান্‌তে পার্‌বে! এখন সরো, রাজার চেতন হচ্ছে। (দীপ নির্ব্বাণ ও সুরুচিকে পশ্চাৎ করিয়া রাজপার্শ্বে উপবেশন।)

উত্তা। (চেতনান্তর) প্রিয়ে, সুরুচি, আমি যে সকলই অন্ধকার

দেখেছি! আমি যে আর স্থির হতে পারিনে! তুমি সুধর্ম্মকে বল এখনি আমার অসি এনে দেয়, আমি স্বহস্তে সেই দুরাচারের আর সেই দুশ্চারিণীর মস্তকচ্ছেদন করে এ পাপের সমুচিত দণ্ড বিধান করি। আর আপনিও অধর্ম্ম হতে বিমুক্ত হই।

হেম। নাথ, একটু ধৈর্য্য ধর। গুরুভারাক্রান্ত ধরণীপতির সকল কর্ম্মেই একটু বিবেচনা করা ভাল। পতঙ্গের মস্তক ছেদন করা কোন্ সামান্য কাজ! কিন্তু তাতে আমাদের পবিত্র রাজকুলে কলঙ্কের দাগ আরো দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হবে।

উত্ত। প্রিয়ে, তুমি স্ত্রীজাতি, স্বজাতির উপর তোমার স্নেহ মমতা অতি স্বাভাবিক ও সুলভ, তোমার কি ইচ্ছা যে সেই কলঙ্কিনীকে আমি আবার সহধর্ম্মিণী বলি?

হেম। নাথ, তাই বা কেমন করে বলি, জেনে শুনে তোমাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরামর্শ কি বলে দিই। তুমি সে দিন মাধবাচার্য্যের স্ত্রী সন্ধ্যাকালে সরোবরে গিয়ে ঝড় বৃষ্টিতে ফিরে আসতে পারে নাই, পুকুরের নিকট কোন পরিচিত লোকের বাড়িতে রাত্রে ছিল, সেই অপরাধে বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নিয়েও সমস্ত রাত্রি স্বামীর অমতে অন্য স্থানে ছিল বলে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এই আজ্ঞা দিয়ে ছিলে।—নাথ, আমি ইতিপূর্ব্বে দেখেও বিশ্বাস করি নি, তা তুমি যখন এবার মূর্চ্ছা গেলে, সন্দেহ ভঙ্গের জন্যে হেমন্তীকে দিয়ে বিশেষ আবশ্যক বলে রসময়কে ডাকতে পাঠিয়ে ছিলেম, তা সে ফিরে এসে বল্লে যে রসময় আজ সারা রাত্রি ঘরে যায় নাই।

সুরু। (জনান্তিকে) হায়! হায়! হেমন্তি কি কর্লি!

উত্ত। আহঃ কি ভয়ানক! তবে মন্ত্রীকে ডেকে এখনি একটা যুক্তি করা যাক্; বিশেষতঃ কাল্ প্রত্যুষেই উৎসব।

হেম। নাথ, আমার ইচ্ছা নয় যে এ কথা ছ কাণে যায়, কারণ কলঙ্ক রটনার সহস্র রসনা।

উত্ত। প্রিয়ে, তবে তুমিই আমাকে বল কি করি?

হেম। উৎসব যদি ভঙ্গ করা হয়, কিম্বা তার যদি একটু ত্রুটী

করা হয়, তা হলে লোকে কত কথা বল্‌বে, কতই কুতর্ক কর্‌বে।

উত্তা। তবে উভয় দিগ্‌ কিসে রক্ষা হয়?

হেম। নাথ, তুমি যদি অন্যথা না ভাবো, আর এ অভাগিনীকে যদি সপত্নী-হিংস্রক নীচ-স্বভাবা স্ত্রী বল্যে মনে মনে ঘৃণা না কর, তবে আমি এর উপায় বলি।

উত্তা। প্রিয়ে, উত্তানপাদ আবার কবে সুরুচির মন্ত্রণার সার গ্রহণে অক্ষম! ত্বরায় বল?

হেম। নাথ, বড়দিদি আর প্রিয় বৎস ধ্রুবের পরিবর্ত্তে আমাকে আর উত্তমকে লয়ে এক রূপে উৎসব সামাধা হোক্‌। সাধারণ লোকে মনে কর্‌বে এই উৎসব। আর তা হলে ক্ষত্রিয়-কুলজাত উগ্র-স্বভাব ধ্রুব কদাপি তা সহ্য কর্‌বে না, হয় ত মনের ঘৃণায় এ রাজ-পুরী পরিত্যাগ করেই চলে যাবে, দিদি মনে মনে সকলই জান্‌তে পার্‌বেন, অবশ্যই ধ্রুবের পশ্চাৎগামিনী হবেন, তা হলেই সম্প্রতি সকল দিগ্‌ রক্ষা হবে। তার পর ধ্রুবকে আনিয়ে,——

উত্তা। হা প্রণাধিক বৎস! কেন তুমি সে পিশাচীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলে!——প্রিয়ে, এতে যে, তোমার কলঙ্কের পরিসীমা থাক্‌বে না; তুমি কি এই সপত্নী-সুলভ কুস্বভাবের কলঙ্ক রাশি আপ্‌নার শিরে গ্রহন কর্‌তে স্বীকার কর্‌ছো?

হেম। নাথ, আর ত অন্য উপায় নাই।

উত্তা। তবে তাই হোক্‌।—হা রে প্রাণাধিক বৎস! বিধাতা তোর ললাটে পিতৃ-অঙ্কে উপবেশনের লিপি আদৌ লেখেন নাই! আমার ও ভাগ্যে সে পবিত্র সুখ নাই! হা ধ্রুব! (মূর্চ্ছা)

হেম। (জনান্তিকে) কাজ ত হল, এখন আমি চল্‌লেন্‌।

সুরু। হেমন্তি, সর্ব্বনাশ কর্য়ে চল্‌লি!

হেম। রাজার মায়ের কত সুখ তা এর পর জান্‌বে।

[প্রস্থান।

সুরু। (বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে স্বগত) হায়! হায়! আমি

যন সরলা কপোতীর মত ব্যাধের ফাঁদে এসে পড়্লেম্! স্বহস্তে ঢ় শৃঙ্খল রচনা করে্য যত্ন পূর্ব্বক আপ্নারই পায়ে দিলেম্! ছি, ছ! কেন আমি হেমন্তীর কুমন্ত্রণা শুন্লেম্! কেন আমি যত্ন করে্য এমন বিষম অনল জ্বেলে দিলেম্! পারিণামে যে কি হবে তার কছুই স্থির নাই! আর ত উপায় ও নাই! সাগরের মধ্য স্থলে যে তরি ডুব্‌ছে, তাকে আর কে রক্ষা কর্‌তে পারে!——

উত্তা। (চেতনান্তর) প্রিয়ে, রাত্রি কি প্রভাত হল?

সুরু। হঁা নাথ, উষাদেবী দেখা দিয়েছেন। আর এই যে বৈতালিকগণ সঙ্গীত আরাম্ভ কর্‌ছেন।

উত্তা। তবে আমায় ধর।

[সুরুচির অবলম্বনে রাজার উত্থান ও উভয়ের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

ললিত ভৈরব। কাওয়ালি।

কত নিদ্রা যাবে আর পুরবাসিগণ।
পূর্ব্বাসার দ্বারে উষা, উঠি কর দরশন॥
আসিছেন দিনমণি, চলিয়া যান যামিনী,
শ্বেত অঞ্চলেতে বাঁধি, তারকা ভূষণ।
পবিত্র শিশির জলে, করি স্নান কুতূহলে,
সেজেছেন নানা ফুলে, বসুধা কেমন।
সুন্দর মৃণালে বসি, হাসে নলিনী রূপসী,
আরশি সরসী জলে, দেখিয়া বদন॥

হেলিতেছে শাখা পাতা, জাগিতেছে তরু লতা,
সুরভি নিশ্বাস ছলে, ত্যজিছে জৃম্ভণ।
প্রভাত নিকট দেখি, আনন্দে ডাকিছে পাখী,
সঙ্গীত তরঙ্গ ময়, নিকুঞ্জ ভবন॥
তেজস্বী তপস্বিগণ, বরণ তপ্ত কাঞ্চন,
স্নান হেতু যমুনায়, করিছে গমন।
বিভুপদে সদা মতি, সুখের নাহি অবধি,
করিছে ঈশ্বর-গুণ, যতনে কীর্ত্তণ॥

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—o—

প্রয়াগ ।—রাজ সভা ।

(উত্তানপাদ, সুরুচি ও উত্তম আসীন পার্শ্বে সুমতি, হেমন্তী, প্রতীহারী ও চামরব্যজনকারিণী ।)

উত্তা । সুমতি, আজ্‌কের উৎসব এই রূপে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে ।

সুম । মহারাজ, অধীনের অপরাধ ক্ষমা আজ্ঞা হলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি ।

উত্তা । বল ?

সুম । রাজন্ ! এ উৎসব রাজকুমার ধ্রুবকে রাজ-অঙ্কে গ্রহণার্থে, তা এরাজ-সংসারে ত আজও পর্য্যন্ত কখন কোন অবিধি ঘটে নাই, তবে আমাদের অদৃষ্টে আজ কেন এ বিপরীত ঘটনা হল ?

উত্তা । সুমতি, কালকূট বিষ কি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক পান করে ।

সুম । (সুরুচির প্রতি) মা, তবে তুমিই কি কাল্‌-ভুজঙ্গী হয়ে আমাদের সাক্ষাৎ ধর্ম্ম স্বরূপ রাজাকে দংশন করেছো ? মা, কি কর্‌লে ? সপত্নীভাব প্রকাশের কি আর অবসর পেলে না ? রাজা উত্তানপাদের স্ত্রৈণতা অপবাদের কি এই শুভ সময় ! মা, কি সাধে বিষাদ ঘটালে ! রাজকুমার ধ্রুব যথাশাস্ত্র অধিবাসিত, শুভদিনে শুভক্ষণে ; রাজ-অঙ্কে প্রথম উপবেশনের

জন্য উপবাসী, আমি দেখে এলেম্ জ্যেষ্ঠ মহিষীমাতা তাঁকে যথাবিহিত রত্ন-সিঞ্চিত জলে স্নান করিয়েছেন, মাতা পুত্রে রাজদত্ত পবিত্র পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়েছেন, কুলগুরুপুরোহিত এবং কল্যাণদায়িনী ব্রাহ্মণ-কুমারীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে যাবদীয় মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমাপন কর্‌ছেন, এখনি এই সাক্ষাৎ ধর্ম্মাধিষ্ঠিত রাজ-সভায় এসে পিতৃ অঙ্কের প্রার্থী হবেন। মা, রাজাই বা তাঁকে কি বল্যে বিমুখ কর্‌বেন, আর তুমিই বা কি বল্‌বে? মা,——

উত্ত। সুমতি, মহিষীর প্রতি তোমার এ অনুযোগ কি মন্ত্রিত্ব পদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকলাপের অন্তর্গত?

(নেপথ্যে মাঙ্গলিক শব্দ।)

বরং তুমি সভাগৃহের দ্বারদেশে থেকে সুনীতি ও ধ্রুবকে এখানে আস্‌তে বারণ করে্য নৈরাশ্য বিষাদ হতে তাদের রক্ষা করগে?

সুম। মহারাজ, বরং এ অধীনের ক্ষুদ্র মস্তক দেহ হতে ছিন্ন হয়ে শ্রীচরণে অর্পিত হোক্, তথাপি এনিষ্ঠুর রাজাজ্ঞা এ মুখ হতে প্রকাশিত হবে না। আঃ! আঃ!

(সুনীতি, ধ্রুব, গুরুদেব, অয়িতী, ও বরণপাত্র হস্তে ক্ষমাবতীর প্রবেশ।)

অয়ি। (স্বগত) এ কি! ছোটরাণী সিংহাসনে! উত্তম, রাজা-র কোলে! সকলের বিমর্ষ ভাব! মন্ত্রী হা হুতাশ কর্‌ছেন! কেন?

সুনী। (স্বগত) ওহ! বিধাতা কি আমার বামচক্ষুঃ-স্পন্দন, শেষ রাত্রের কুস্বপ্ন এখানে সফল করেছেন! নৈরাশ্যের সাগর এতদূরে সৃষ্ট হয়েছে!

গুরু। রাজন্, আচার্য্য নির্ণীত শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, আপনি কুলদেবতা ও গুরুপুরোহিতকে প্রণাম করে্য রাজকুমার ধ্রুবকে অঙ্কে লয়ে জ্যেষ্ঠ মহিষীর সহিত সিংহাসন সুশোভিত করুন! নিমন্ত্রিত রাজবর্গ, আশীর্ব্বাদক মুনিঋষিগণ সকলেই আগত প্রায়।

সুম। হায়, হায়, হায়!

অগ্নি। কি বিভ্রাট উপস্থিত হলো! রাজন্, তুমি যে এখনো নীরব রইলে?

সুনী। নাথ, যে ধ্রুবকে কোলে কর্‌বার জন্যে তুমি কতই ব্যাকুল ছিলে, ক বৎসর কত কষ্টে অতিক্রম করেছো, সেই প্রাণাধিক বৎস এ চিরকিঙ্করীর সহিত তোমার আদেশে সিংহাসন সম্মুখে শ্রীচরণে উপস্থিত হয়েছে, তুমি বাছাকে কোলে কর্য্যে মায়ের তাপিত প্রাণ শীতল কর।

গুরু। রাজন্, আপনি যে এখনো নীরব রইলেন?

সুনী। তাই ত নাথ, কাল অধিবাসের সময় তুমি কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হবে বল্যে কতই ব্যগ্র হয়েছিলে, আর আজ সেই ধ্রুব, ধরণীনাথ পিতার সম্মুখে অনাথ বালকের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুভক্ষণ অতীত হয়ে যাচ্ছে, তবু তুমি তাকে কোলে উঠ্‌বার অনুমতি দিচ্ছ না। রাত্রের মধ্যে তোমার এ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন কিসে হলো?—বল দেখি নাথ! স্ত্রীকুলে এমন দুর্ভাগা নারী কে জন্মেছে যে পতি-ক্রোড়ে সন্তান সমর্পণের জন্য এমন দুর্গতি ভোগ করে? নাথ, তুমি যে এখনো নীরব রইলে?

সুম। হায়, হায়, কি দুর্গতি! (রোদন-স্বরে) মা, আমাদের রাজাতে কি আর রাজা আছেন যে কথা কবেন!

সুনী। কেন, সুমতি, রাজার কি হয়েছে?

সুম। মা, তা কি আর বল্‌তে হয়! হা ছোটরাণি, কি কর্‌লে!

সুনী। বোন্, আমি তোমাকে চিরদিন ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ মমতা করেছি, চিরদিন তোমাকে যত্ন সহকারে পতি-মনোমোহিনী বেশ ভূষায় সুসজ্জিত কর্য্যে দিয়েছি, স্বামীর উপর সম্পূর্ণ অধিকার আমিই তোমার হস্তে সমর্পণ করেছি, বোন্, সেই সপত্নী-বিরুদ্ধ ভালবাসার কি তুমি এই প্রতিশোধ দিলে?—এক দিনের তরে ত আমার প্রতি তোমার ভক্তির ত্রুটি দেখি নাই, তবে আজ আমার এ অপমান এ লাঞ্ছনা কেন কর্‌ছো? এ উৎসবের সমস্ত কাজ কাল

মি আপুনিই যত্ন সহকারে করেছো, আর আজ্ সময়ে তুমিই তার প্রতি-
ফুলতায় প্রবৃত্ত হলে?

হেম। (জনান্তিকে) দেখো যেন দুটো মিষ্টি কথা শুনে গলে যেও
না, শেষ রক্ষা তোমারই হাতে।

ধ্রুব। পিতঃ, একবার আমাকে কোলে কর? আমি ঐ কোলে
উঠ্‌বার তরে যতবারই মার কাছে আব্‌দার করেছি, মা কেবল আ-
মাকে এই শুভ সময়ের অপেক্ষা কর্‌তে বল্যে ভুলিয়ে রেখেছেন,
তা'সে শুভ সময় ত হয়েছে, তবে কেন তুমি আমাকে কোলে কর-
ছো না।—ছোট মা, তুমি একবার একটু সরে বসো! মা আমার
একবার পিতার কাছে বসে আমাকে পিতার কোলে দিন্। আমি
একবার মাত্র বসেই উঠ্‌ছি।—ছোট মা, পিতা ত কথা কইলেন না,
কিন্তু তুমি ত আমাকে যথেষ্ট ভালবাসো, তা তুমিই না হয় বল,
পিতা কেন আমাকে কোলে কর্‌ছেন না? আমার আর এ দুঃখ
সহ্য হয় না।

হেম। (জনান্তিকে) এইবার বলো?

সুরু। ধ্রুব, সে কথা বল্‌তে আমার বুক ফেটে যায়! তা বাছা,
না বলে আর কি করি। যদিও তুমি শিশু, তবু ঈশ্বরের প্রসাদে
এই বয়সে তোমার যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে, তুমি সকলি বুঝ্‌তে পারো,
তোমার বাপের এই কোল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধরণীপতি রাজচক্রবর্ত্তীর
বস্‌বার স্থান, তা তুমি ত, বাছা, এ কোলের যোগ্য নও, তাই বলি
কেন তুমি এ উচ্চ আশা কর্‌ছো?

সুম। (স্বগত) হা ভুজঙ্গি! হা কাল-সর্পি!

ধ্রুব। তা মা, পিতার এমন কোলে ত আমারই অধিকার, আমিই
ত পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সুরু। ধ্রুব, তুমি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বটে, কিন্তু তুমি ত আমার
গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই, অন্যের গর্ভে জন্মে এ রাজক্রোড় আর এ
রাজ-সিংহাসনের লোভ করা বৃথা। আমার উত্তম ব্যতীত অন্যের
পক্ষে এ দুইই দুর্লভ। তুমি বৃথা ক্লেশ পাচ্ছ, তুমি আমার উত্তমের

ন্যায় এত উচ্চ অভিলাষ কদাপি করো না।

গুরু। সুনীতি কি রাজার ধর্ম্মপত্নী রাজমহিষী নয়?

সুরু। আপনি কেন ধ্রুবের অদৃষ্ট-লিপির কথা মনে করে৷ দেখুন না, বিধাতার ছলনা ত তাতেই প্রকাশ।

সুম! হায়, হায়, হায়! মা, সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

উত্ত।। মন্ত্রি, আমি এখুনি পুনরায় রাজসভায় আস্‌ছি, নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হলে অপেক্ষা কর্‌তে বোলো। মহিষি, একবার অন্তঃপুরে চল?

[উত্তানপাদ, সুরুচি, উত্তম, ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

ধ্রুব। (রোদন করিয়া) পিতা, তুমি পিতা হয়ে আমাকে নিতান্তই ত্যাগ কর্‌লে, তবে আমি এছার জীবন আর রাখ্‌বো না!

(সকলের রোদন।)

(নেপথ্যে সংগীত।)

বেহাগ। আড়াঠেকা।

দারুণ বিধির বিধি, রচণা ঘটনাহারে।
প্রবল আশার শেষ, ঘোর নিরাশ সাগরে॥
যে সুখে উথলে চিত, তারি পাশে শোক স্থিত,
রোদন হাস্য সহিত, গাঁথা সদা একি ডোরে॥
হাসে ফুল বৃন্তে বসি, ফেলে ভূমে বায়ু আসি,
অকস্মাৎ পূর্ণ শশী, ঢাকে জলধরে।
বিবাহ-বসনে সতী, ভাসে সুখে পেয়ে পতি,
বৈধব্য অনল রাশি, বাঁধা সে বাস অন্তরে॥
পিতৃ সিংহাসন আশে, নৃপসুত অধিবাসে,
নিশা শেষে দীন বেশে, যায় কানন ভিতরে।

জননী স্নেহের কোলে, সন্তান সাদরে দোলে,
অচিরে মরণ তার, মাতার হৃদি বিদরে ॥

সুম। মা, আর রোদন করো না, ধৈর্য্য ধর ? তুমি যদি বিপদে
াতর হবে তবে আর পৃথিবীতে সহিষ্ণুতা ত কারু সম্ভবে না।

সুনী। সুমতি, আমি যখন আর্য্যপুত্রের এমন লাঞ্ছনা, প্রাণা
ক পুত্রের প্রতি সপত্নীর এমন গর্ব্বসূচক দুর্ব্বাক্য সহ্য করেও জীবিত
য়েছি, তখন অভাগিনীর অসহ্য জগতে আর কি আছে ?

গুরু। যাহোক্ মা, এমন উৎসব কখনই ভঙ্গ হয় না।

সুনী। দেব, জন্মান্তরে কত মহাপাতক করেছি, কত লোকের
খের অন্ন অপহরণ করেছি, কত পতিপ্রাণা স্ত্রীকে পতিসুখে বঞ্চিত
রেছি, কত সদ্যপ্রসূত সন্তানকে মাতৃস্তন পান কর্‌তে দিই নাই, কত
বক যুবতীর বিবাহে ব্যাঘাত দিয়েছি, তারই ফল আজ এই ভোগ হল

সুম। মা, এমন অবিচার, অধর্ম্ম, আর স্ত্রৈণ-স্বভাবের দৃষ্টান্ত
ামরা কখনই শুনি নাই।

সুনী। সুমতি, আমার সমক্ষে পরম গুরু আর্য্যপুত্রের নিন্দা করে
া, নিশ্চয় জেনো এ আমার কদাপি প্রিয় নয়।

গুরু। কিন্তু মা, আমার ইচ্ছা এই শূন্য রাজসিংহাসনে এই শুভ
গে রাজকুমার ধ্রুবকে অভিষেক করি, দুর্ম্মতি সুরুচি উত্তমের রাজ
াঙ্কে উপবেশনে যে ফলের প্রত্যাশা কর্‌ছে সেই ফল আমরা এখনি
ধ্রুবকে প্রদান করি।

সুম। মা, আমারও সেই ইচ্ছা।

গুরু। মা, তুমি ত বেশ জানো যে, এ ভারত-সিংহাসন আর অচল
াজলক্ষ্মী কেবল সুযোগ্য ধর্ম্মপরায়ণ সচিব, রণদক্ষ বিজ্ঞতম অধিনায়ক
ার অনুকূল কুলগুরুর প্রভাবেই সঞ্চিত হয়।

সুনী। ধ্রুবের প্রতি আপনাদের অসীম স্নেহ, ধর্ম্মের পরাজয়ে
ার্ম্মিকজনের নিতান্ত মনস্তাপ হয়, অবিচারে জ্ঞানীর হৃদয় রোষানলে
দগ্ধ হয়, সেই জন্যেই আপ্‌নাদের এ কথা মনে উদয় হয়েছে ; ক্ষনমা

বিলম্বে স্বভাবের প্রকৃত অবস্থা হলে আপ্‌নারাই অনুতাপিত হবেন। তখন জ্ঞানী মন্ত্রী, বিশ্বাসী অধিনায় আর অনুকূল কুলগুরুর এ কথা মুখে আন্‌তেও নাই এই রূপই বোধ হবে। ধ্রুব আমার এ সিংহাসনে বঞ্চিত হোক্ তাতে আমার একটু মাত্র দুঃখ নাই, ধ্রুবের তেমন অদৃষ্ট নয় আমি এই বল্যেই মনকে প্রবোধ দেবো, কিন্তু বাছা যে জন্মাবধি একবার তার বাপের কোলে বস্‌তে পেলে না এই শোকেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

গুরু। মা, তুমি যে যথার্থই শান্তিদেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছো তার আর কোন সন্দেহ নাই; তুমি যে ধর্ম্মের কন্যা সে পরিচয় আর দিতে হয় না।

ধ্রুব। মা, পিতা কেন আমায় কোলে কর্‌লেন না? আমি কি কোন অপরাধ করেছি?

সুনী। বাছা, জন্মদাতা পিতা কখন পুত্রের অনিষ্টের জন্যে কোন কর্ম্ম করেন না এ তুমি নিশ্চয় জেনো। তাঁর যে ব্যবহারকে এখন নিতান্ত নিষ্ঠুর বল্যে বোধ হয়েছে, আমিও যে কারণে এত কাতর হচ্ছি, পরিণামে তাই আবার কি মঙ্গলময় ফল প্রদান কর্‌বে তা কে বল্‌তে পারে। যে পিতা তোমার একটী মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাসে কে এ জলন্ত অনলে হস্তক্ষেপ করেছে বলে তখনই তার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে উদ্যত হতেন্, তিনি কি ইচ্ছা বশতঃ অকারণে তোমার এ ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের আর এ অজস্র অশ্রুপাতের কারণ হতে পারেন? এর অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। অভাগিনীর দুরদৃষ্টই তার কারণ। বাছা, তুমি শিশু তুমি আর তোমার পিতার নিকট কি অপরাধ কর্‌বে।

ধ্রুব। মা, ছোটমার দুর্বাক্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

সুনী। বাছা, আর দুঃখ করো না, সহ্য কর।—'রাজসিংহাসন, রাজচ্ছত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য, এ সকল পুণ্যবান্ আর ভাগ্যবানেরাই ভোগ করো থাকে। উত্তম, পূর্ব্বজন্মে অনেক সৎকর্ম্ম করেছিল, তাই তার ফল স্বরূপ এ জন্মে সে এ সমুদয় ভোগ কর্‌বে। তার সৎকর্ম্মের জন্যেই সে রাজার ভালবাসা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তুমি

যদি উত্তমের মত কর্ম্ম কর্‌তে তবে অবশ্যই সুরুচির গর্ভে জন্মাতে, আর অবশ্যই ভারতরাজ্য ভোগ কর্‌তে। কর্ম্মদোষে তুমি দুরদৃষ্টবান্ হয়ে এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মেছ, অতএব বাছা, এ জন্যে তুমি দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হও না?

ধ্রুব। কিন্তু মা, তোমার এ অপমান লাঞ্ছনা আমার কিছুতেই সহ্য হবে না।

ঋষি। বাছা, তুমি ক্ষত্রিয়-কুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ উত্তানপাদের কুমার, তুমি যে ভুজঙ্গ-শিশুর মত অহঙ্কারী আর তেজস্বী হবে তা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মসূত্রে এ জন্মে শুভাশুভ ফল ভোগ হয় বুদ্ধিমানেরা এই সিদ্ধান্তেই আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন। ধ্রুব, তোমারও সেই রূপ বিবেচনা করা উচিত। তোমার বিমাতার দুর্ব্বাক্য যন্ত্রণা যদি নিতান্তই অসহ্য হয়, তবে তুমি এই রূপে প্রতিশোধে যত্নবান্ হও যে তুমিও ত্বরায় সৌভাগ্যবান্ হতে পারো। সৎকর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় কর, সর্ব্ব প্রাণীর হিত চেষ্টা কর, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান কর, তা হলেই ঈশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল হবেন। আর ভগবানের প্রসাদে সকল অভীষ্টই সুসিদ্ধ হয়। তোমার পিতামহ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে ত্রৈলোক্যের সমুদয় ঐশ্বর্য্য লাভ করেছিলেন।

ধ্রুব। ভগবতি, তবে আমিও তাই কর্‌বো। আমিও বনে গিয়ে পিতামহের মত তপস্যা কর্‌বো। (সুনীতির প্রতি) মা, আমাকে বিদায় দাও?

সুনী। (ভগ্ন স্বরে) ধ্রুবরে! বিদায়! বন! (পতনও মূর্চ্ছা।)

[সুনীতিকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:০:০—

প্রয়াগ। রাজ অন্তঃপুরের এক ঘর।

(সুনীতি, অয়িতী ও ক্ষমাবতী আসীন।)

সুনী। (রোদন করিয়া) দেবি, ভবিতব্যতা কি কেউ খণ্ডন কর্‌-তে পারে না? কোথায় আমরা প্রিয় পুত্রকে শান্ত্বনা কর্‌বার্‌ জন্যে ধর্ম্ম সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দিতে গেলেম, না সে একেবারে বনে গিয়ে তপস্যা কর্‌তে উদ্যত হল! হা বিধাতঃ, শিশুমতি বালক মায়ের কোল পরিত্যাগ করে্য বনে গিয়ে তপস্যা কর্‌বে, রাজ ভোগে বঞ্চিত হয়ে বনের কটু কষায় ফল ভক্ষন কর্‌বে, রাজ পুত্র হয়ে মাটির উপর তৃণ-শয্যায় অনাথের মত পড়ে থাক্‌বে, এললাটে কি এই লিপি লিখ্‌তে হয়! একেই কি বলে তোমার অভ্রান্ত নিয়ম! হায়! হায়! এই যদি আমার অদৃষ্টে সঞ্চিত ছিল, তবে তুমি আমাকে কেন পুত্রবতী করেছিলে! কেনই বা আমাকে এমন পুত্রের মা করে্য সৃষ্টি করেছিলে!—ভগবন্‌, তুমি ত সকলের আত্ম স্বরূপ, তুমি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করে্য জীবকে হিতাহিত কা-র্য্যের প্রবৃত্তি দাও, তুমি কেমন করে্য আমার অবোধ শিশুকে বন-গমনের নিদারুণ প্রবৃত্তি দিলে! এই কি তোমার দয়া! পুত্রবৎ-সলা মার হৃদয়ে এ নিদারুণ সন্তাপ সহ্য হয় কি না, তাই দেখ্‌বার জন্যে কি এই অভুতপূর্ব্ব ঘটনার সৃষ্টি কর্‌লে!—হায় রে কঠিন প্রাণ! ধ্রুব আমার বনে যাবে, এ কথা শুনেও তুই এখন স্থির হয়ে রয়েছিস্‌! এখনো এ পিঞ্জরের মায়া ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ছিস্‌ নে? ধিক রে নির্লজ্জ! তোর মমতায় ধিক! তুই কি আমার ধ্রুব অপেক্ষা প্রিয়তর, যে নিশ্চিন্ত হয়ে দেহ রাজ্যে বিরাজ কর্‌ছিস্‌! তুই এখনি

দূর হ, ধ্রুবের বনগমনের আগে তুই আমাকে পরিত্যাগ কর্, আমার লজ্জা রক্ষা কর্। (রোদন)

অমি। মা, এমন কথা আজো কিছুই রচনা হয় নাই যা বলে তোমার মনকে প্রবোধ দিই। বর্ণমালায় এমন বর্ণও নাই যা সংযোগ করে্য তোমার মনকে বুঝাবার কথা সৃষ্টি করি। তা মা, অকূল বিপদে পড়েছো, কি কর্‌বে, একটু স্থির হও?

সুনী। ধ্রুবরে! (রোদন)

(তাপসবেশে ধ্রুবের প্রবেশ।)

অমি। মা, এই তোমার ধ্রুব এসেছে।

সুনী। (দেখিয়া) ধ্রুব রে, এ তোর কি বেশ! ওরে মার অন্তঃকরণ কি তুই এতই কঠিন মনে করেছিস্ যে তুই এই বেশে আমার সম্মুখে এলি! ওরে আগে আমার এই নয়নতারা দুটী নখাগ্র দিয়ে ছিঁড়ে দে, আগে আমাকে অন্ধ কর্, তবে এই নিদারুণ বেশ ধারণ করিস্! ওরে, এ সর্ব্বনেশে পরিচ্ছদ তোর জন্যে কে সঞ্চয় করে রেখেছিল?

ধ্রুব। মা, ছোট মা অনুকূল হয়ে হেমন্তীকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুনী। হা সুরুচি! তুমি এখন ক্ষান্ত হও নি! তোমার অভীষ্ট ত সিদ্ধ হয়েছে! আমার গলায় ত বিপদ-মালা জড়িত করেছো! গুপ্ত অস্ত্র দিয়েছো! তবে আর কেন?

ধ্রুব। মা, তুমি ও অনুকূল হয়ে আমাকে বিদায় দাও?

সুনী। ওরে, তবে তুমি আগে তোমার বিমাতার হৃদয়টী আমার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করে্য দাও, তবে ত আমি তোমার বিমাতার মত অনুকূল হবো!

ধ্রুব। মা, তুমি কেন এত কাতর হচ্ছ, তুমি আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি ঈশ্বরের দয়া লাভ করে্য ত্বরায় ফিরে আসবো। মা, আমার শুভ অধিবাস আরো শুভ কার্য্যে পরিণত হয়ে-

ছে, আমি আজ্ সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করেছি, দেবর্ষি আমাকে ভগবানের দয়া লাভের সকল উপদেশই দিয়েছন! মা, তুমি আপ্নাকে দুর্ভাগ্যবতী জ্ঞান করছো, কত লাঞ্ছনা ভোগ কর্ছো, তা আমি যদি তোমার সৎপুত্র হই, তবে আমি তোমার সকল দুঃখ বিমোচন কর্বো।

সুনী। ধ্রুব রে, তুমি যদি নিতান্তই বনগমন কর্বে, তবে আগে এ অভাগিনী মার প্রাণ নষ্ট কর, কর্যে তবে অভিলাষ সফল করো। বাছা, আমি প্রাণ থাক্তে তোমাকে বনে যেতে বল্তে পার্বো না। ধ্রুব, তুমি বনে গেলে তোমার মা কখনই প্রাণে বাঁচ্বে না, এ নিশ্চয় জেনে তুমি কেমন কর্যে আর বনের কথা মুখে আন্ছো? ওরে, মাতৃ হত্যার পাপ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কি আছে! তুমি অভীষ্ট ফল প্রত্যাশায় সেই মাতৃ হত্যায় কেন যত্নবান হয়েছো? অভিমানের পরতন্ত্র হয়ে উচ্চ বাসনার অনুরোধে মায়ের প্রাণ নষ্ট করা কি পুত্রের সৎকার্য্য? ধ্রুব রে, মার প্রাণ কি তোর নিকট এতই তুচ্ছ বস্তু! (রোদন।)

অগ্নি। ধ্রুব, তুমি আগে মুনি-প্রণীত সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, কর্যে দেখ দেখি যে সংসার আশ্রমী জীব বনে গিয়ে তপস্যা কর্লেই কি ঈশ্বর সদয় হন, আর সংসারে থেকে সৎকর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় কর্লে ঈশ্বর তার প্রতি সদয় হন না, তার আশাও সফল করেন না? ভক্তবৎসল দয়াময় ভগবান্ কদাপি স্থান আর অবস্থার প্রিয় নন, তিনি ভক্তি নিষ্ঠা আর প্রীতির বশীভূত; তবে তুমি কেন বনগমন কর্যে একটা উৎকট পাপের অনুষ্ঠানে উদ্যত হয়েছো।

ধ্রুব। দেবি, তুমি সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে সকল জেনে শুনে সামান্য স্ত্রীর মত কেন এ সকল কথা বল্ছো? তুমি কি জাননা সংসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অর্থ-সাপেক্ষ। যাগ যজ্ঞ দানাদির দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় বটে, পরোপকার অপেক্ষা পুন্য লাভের উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই বটে, কিন্তু বল দেখি সংসারে ধন ব্যতীত এ সকল কর্ম্ম কি রূপে সম্পন্ন হয়, ধনহীন ধ্রুব তবে কি রূপে সংসারে থেকে ধর্ম্ম সঞ্চয় কর্বে? বনগমন দ্বারা পুন্য সঞ্চয় ব্যতীত ঈশ্বরকে প্রসন্ন কর্বার

আমার আর অন্য উপায় নাই। দেবি, আমি এই অল্প বয়সে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে্য দুর্গম বনমধ্যে অনাথ-নাথ ভগবানের নিতান্ত শরণাপন্ন হলে ত্বরায় তিনি এ দীন দুঃখীর প্রতি সদয় হবেন। এ আমার বনগমনের সময় নয় তা আমি বেশ্ জানি, আমি এখন সর্ব্বদা মার নিকট থেকে প্রতিপালিত হবো, মার নয়নের আনন্দ উৎপাদন করবো, মা সুখী হলে আমিও সুখী হব, আমার এ বয়সের এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু দেবি, আমি কি ইচ্ছা বশতঃ মাকে এ সুখে বঞ্চিত করছি, অথবা ললাটের লিপি কেই বা খণ্ডন কর্‌তে পারে!

সুনী। ধ্রুব রে, তুই শিশু-মতি বালক, তোকে এ সকল কথা কে শিখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে? (রোদন)

ঋষি। মা, এ মহর্ষির সিদ্ধ মন্ত্রের ফল!

সুনী। বাছা রে, যদি তুই নিতান্তই বনে যাবি, তবে এ অভাগিনী মাকেও সঙ্গে লয়ে চল্? দিনান্তে এ চাঁদ মুখে একবার মা বল্যে ডাক্‌বি তাই শুনে এক রূপে জীবন ধারণ করে্য থাক্‌বো।

ধ্রুব। সর্ব্বনাশ! মা তোমার আবার এ দুঃসাহসের কথা কেন? তোমার বনে যাবার ফল কি?

সুনী। কেন ধ্রুব, তুমি আমার কোলে বসে তপস্যা কর্‌বে। মাতৃ-স্নেহ ব্যতিরেকে হিংস্র জন্তু পূরিত নিবিড় গহনে তোমার মত দুগ্ধপোষ্য বালককে কে রক্ষা কর্‌বে?

ধ্রুব। মা, তোমার মত বুদ্ধিমতী মার মুখে কি এমন স্নেহ-সুলভ অবিধির কথা শোভা পায়? আর মা, নিবিড় বন মধ্যে কেন অনর্থক আমার বিপদাশঙ্কা কর্‌ছো? ঈশ্বরের নিতান্ত শরণাগত ব্যক্তির কোথায় বিপদ ঘটে থাকে? তিনি, অকূলসাগর, নিবিড় জঙ্গল, অত্যুচ্চ পর্ব্বতশেখর, সকল স্থানেই বিপন্ন ব্যক্তির রক্ষাকর্ত্তা।

সুনী। ধ্রুব রে, ক্ষান্ত হ, তোর হিতকথায় আমার প্রাণ কেটে যায়!

ধ্রুব। মা, তুমি রাজমহিষী, অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী, তো-

মার কি বনবাসিনী হয়ে দুঃখিনী স্ত্রীর মত বনে বনে ভ্রমণ ক
শোভা পায়? তোমাকে বৃক্ষ তলে তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্‌তে দেখ
লে আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হবে।

স্নুনী। ধ্রুব রে, তুই আর আমাকে ভোগবিলাসিনী বল্যে ধি
রস্কার করিস্‌নে?

ধ্রুব। মা, একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর্যে এটাও বিবেচনা ক
উচিত যে, তুমি বনগমন কর্‌লে পিতার অপবাদের সীমা থাক্‌বে ন
লোকে এই ঘোষণা কর্‌বে যে, রাজা প্রিয়ভার্য্যা স্নুরুচির অ
রোধে জ্যেষ্ঠ পুত্র আর জ্যেষ্ঠ মহিষীকে বনবাস দিয়েছেন! ম
পরমগুরু স্বামীর এ কলঙ্ক কি তোমার মত পতিপ্রাণা স্ত্রীর সহ্য হবে?

স্নুনী। ধ্রুব, আমি কি তোর এতই নিষ্ঠুর মা, যে তুই আমাকে
হিতকথায় প্রবোধ দিয়ে বনে চলে যাবি?

ধ্রুব। মা, তুমিই ত বলে থাক স্বামীই স্ত্রীর পরম গুরু, ত
তুমি পিতার অনুমতি ভিন্ন কেমন কর্যে এ কথা মুখে আন্‌ছো। কেম
কর্যে অন্তঃপুরের সীমা অতিক্রম কর্‌বে।

অগ্নি। বাছা, সৎপুত্রের প্রতিও ত এই নিয়ম।

ধ্রুব। দেবি, আমি পিতার অনুমতি গ্রহণ করেছি, তিনি মৌন হয়ে
আমাকে বনগমনের আজ্ঞা দিয়েছেন।

স্নুনী। (রোদন করিয়া) ওরে, কে আমার আর্য্যপুত্রের হৃদয় একে
বারে মরুভূমি কর্যে দিলে! তেমন দয়ার সাগর স্বামীকে কে একেবারে
নষ্ট কর্‌লে! চল্‌ রে ধ্রুব, আমিও আর্য্যপুত্রের নিকট বিদায় হয়ে এখা
তোর সঙ্গে বনে যাই! চল রে এই সপত্নী-কর্তৃত্ব পুরীতে আগুন দিয়ে
জন্মের মত চলে যাই! ধ্রুবরে, আমি তোকে দশ মাস কত কষ্টে
গর্ভে ধরেছি, তুই জন্ম গ্রহণ কর্‌লে তোর মঙ্গল চিন্তায় সর্ব্বক্ষ
কাতর হয়েছি, আমি তোকে শরীরের সার ভাগ দিয়ে প্রতিপা
লন করেছি, আমি তোর মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট বুক চিরে
রক্ত দিয়েছি, ওরে তুই সেই সকলের পরিশোধে মার এই অনুরোধ
রাখ্, আমাকে সঙ্গে লয়ে বনে চল্।

ধ্রুব। তবে চল মা, পিতার চরণে নিবেদন করি, তাঁর যেমন অনুমতি হয়।

[সকলের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

বাগেশ্বরী। আড়াঠেকা।

জীবে যদি জানিত রে, অদৃষ্ট আপন।
তবে কি সুখেতে কেহ, ভাসিত কখন॥
না জানি খড়্গ শাণিত, রহে উর্দ্ধে সমুত্থিত,
অবোধ ছাগীর শিশু, করে সুখে বিচরণ॥
বিশুদ্ধ সুজন দলে, বিপদে বেষ্টিত হলে,
বিভুর বিচারে দোষ, করে লোকে সমর্পণ।
কিন্তু মৃৎ বীজ জলে, ফল লাভ হয় কালে,
জীবের জীবনে যত, করম ফল তেমন॥
উপস্থিত দশা ভিন্ন, জানে না কেহই অন্য,
বর্ত্তমান জ্ঞান বলে, চলে জীবগণ।
কি কৌশলে ভগবান্, সংসার চক্র চালান,
ভাবিয়া না হয় স্থির, অগোচর জ্ঞান মম॥

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

—o—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রয়াগের প্রান্ত। রাজপথ।

(সুমতি ও নাগরিকের প্রবেশ।)

সুম। এতদিন হল তথাপি এখনো পর্য্যন্ত সে কথা যে নিয়তই আমার বুকে বজ্রাঘাত কর্‌ছে! জ্যেষ্ঠ মহিষীমাতা বনগা পুত্র সমভিব্যাহারে রাজসমীপে গিয়ে যখন সজল নয়নে শোকাবিভূ করুণ স্বরে প্রাণাধিক পুত্র সহ বনাগমনের প্রার্থনা কর্‌লেন, তখ বোধ হলো যেন অকস্মাৎ রাজসদনে বজ্রাঘাত হলো, সকলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল, সকলেই ব্যাকুলচিত্তে রাজার প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন্, ক্ষণেক পরে রাজা "তোমার যেম ইচ্ছা হয় কর" এই কথা বল্যে রাজ্ঞীকে বনগমনের অনুমতি প্রদা কর্‌লেন।

নাগ। ওহ! কি পাষাণ-হৃদয়! বিধাতা উত্তানপাদের ল লাটে কি ভয়ানক স্ত্রৈণ অপবাদের কলঙ্ক অঙ্কিত করেছেন! ত পর?

সুম। তার পর মাতাপুত্রে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না কর্যে বনগমনা রাজপুরীর দ্বার দেশে উপনীত হলেন, মহিষী সেই স্থানে রাজদত্ত সমু দয় মণিময় অলঙ্কার অঙ্গ হতে বিমোচন কর্‌লেন্; তিনি এক একখা অলঙ্কার অঙ্গ হতে উন্মোচন করেন আর যেন দর্শকবর্গের হৃদ য়ের এক একখানি অস্থি স্খলিত হতে লাগ্‌লো; তখন তাঁর নয়ন যুগ হতে অনর্গল অশ্রুজল অন্তরিত হয়েছে, নৈরাশ্যবিষাদ ও শোকে

হৃদয়-বিদারক চিহ্ন সমূহ নীরবে মূর্ত্তিমান হয়ে তাঁর বদন মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করেছে। ধ্রুবের হস্ত ধারণ করে্য মহিষী যখন রাজপথে বহির্গত হলেন, তখন বোধ হল যেন শান্তমূর্ত্তি রাজলক্ষ্মীদেবী রাজপীড়নে উত্তেজিত হয়ে রাজপুরী পরিত্যাগ কর্‌ছেন, ধর্ম্ম ও যেন এই ছলে রাজপুরী পরিত্যাগ করে্য ছায়ার স্বরূপ তাঁহার অনুগামী হয়েছেন। তিনি গমনকালে যেন রাজপুরীর স্নেহ মমতা ও অনুরাগ সমুদয় আকর্ষণ করে্য লবার জন্য পশ্চাদ্দিগে বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন, বোধ হল যেন মর্ম্মান্তিক বেদনা-সম্ভূত ক্রোধাগ্নি তাঁহার নয়ন পথ দিয়ে বহির্গত হয়ে রাজপুরী দগ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লো। লোকের রোদন ও হাহাকারে নগরে যার পর নাই কোলাহল হয়ে উঠ্‌লো। এইরূপে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী স্বরূপ অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিষী দুগ্ধপোষ্য পুত্র সহ মধ্যাহ্নের প্রখর রবি কিরণে রোদন কর্‌তে কর্‌তে বনগমন কর্‌লেন্।

নাগ। মহাশয়, এমন দুর্ঘটনা কখনই দেখিনি !

সুম। তার পর এই সমস্ত ঘটনাদর্শন করে সেই অধর্ম্ম পূরিত রাজপুরির গুরুতর ভারাক্রান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাক্‌তে আর আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি হলো না, সুতরাং আমি পদ পরিত্যাগ কর্‌লেম্। তবে এ ঘটনার পর এতদিন পর্য্যন্ত প্রয়াগে আবদ্ধ থাকার কারণ এই মাত্র যে, কালক্রমে রাজার নিদারুণ মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন হবে, তিনি সময়ে অবশ্যই অনুতাপিত হবেন, এবং পরিত্যক্ত রাজলক্ষ্মী স্বরূপ মহিষী পুত্র সহ রাজপুরীতে পুনঃ প্রবেশ কর্‌বেন্। আমিও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক প্রকার উপায় করেছি। তার পর যখন শুনলেম্ যে রাজা এ পর্য্যন্ত একবারও সেই ত্যক্ত-বনিতা ও পুত্রের নাম মাত্র ও মুখাগ্রে আনেন্ না, আর অতি সন্তুষ্ট চিত্তে বন বিহারার্থ কনিষ্ঠ মহিষীর সহিত ত্বরায় বহির্গত হবেন, তখন আমার হৃদয়ের সমুদায় আশা নির্ম্মূল হলো, যমালয় সদৃশ প্রয়াগে আর এক দণ্ডও থাক্‌তে আমার ইচ্ছা হলো না।

নাগ। ভাল মহাশয়, অগ্নিতীদেবী ও না রাজপুরী ত্যাগ করেছেন ?

সুম। তিনি সেই দুর্ঘটনার পরক্ষণেই কোথায় যে গিয়েছেন তার কিছুই স্থির হয় নাই।

নাগ। যা হোক্ মহাশয়, আমাদের এই ভারতবর্ষ দেশটী বিধাতা যেন বামাকুলের দণ্ড বিধানের স্থান স্বরূপে নিরূপিত করেছেন! তিনি অপরাধিনী নারী কুলকেই এ দেশে জন্ম প্রদান করেন তার কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তা না হলে এই দোষাকর বহুবিবাহ কদাপি এ দেশে প্রচলিত হতো না।

সুম। তার আর সন্দেহ কি! এই যে গুরুদেব এই দিগেই আস্ছেন! ওঁর স্থানে সকল সন্ধান পাওয়া যাবে।

(গুরুদেবের প্রবেশ।)

প্রভো, কোথা হতে আগমন হচ্ছে? (উভয়ের প্রণাম!)

গুরু। মহারণ্য হতে।

সুম! তবে আপনি জ্যেষ্ঠ্যমহিষীমাতা আর রাজকুমার ধ্রুব কোন্ বনে অবস্থান কর্ছেন বল্তে পারেন? আমরা তাঁদের শ্রীচরণ দর্শন জন্য গমন কর্ছি।

গুরু। আপনারা সে আশা পরিত্যাগ করুন, রাজকুমার অরণ্য-বাসী বশিষ্ট প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির স্থানে বিষ্ণু আরাধনার যথাবিহিত মন্ত্রাদি গ্রহণ করো তপস্যার জন্য মধুবন নামক পরম পবিত্র তীর্থে বহুদিন হল গমন করেছেন, রাজমহিষীও তাহার পশ্চাৎগামিনী হয়েছেন।

নাগ। মহাশয়, সে বন কোথায়?

গুরু। যমুনার তীরে। পূর্ব্বে মধুনামক দৈত্য সেই স্থানে অব-স্থিতি কর্তো, এই জন্য সেই স্থানকে মধুবন বলে। সেই স্থানে ভগবান্ দেব দেব মহাদেব সর্ব্বকাল সন্নিহিত আছেন, ধ্রুব সেই সর্ব্ব পাপ নাশক মহাতীর্থে ঘোরতর তপস্যার মগ্ন হয়েছেন।

নাগ। তবে কি আমাদের ভাগ্যে তাঁদের দর্শন আর সঙ্ঘটন হবে না?

গুরু। তপস্যার ব্যাঘাত হবে বলে ধ্রুব জনগণের সহবাস নি-
তান্তই পরিত্যাগ করেছেন, আর তাঁর অনুসরণ করা কোন মতেই
কর্ত্তব্য নয়। আমি সর্ব্ব বিষয়েই তাঁর মঙ্গলোদ্দেশী কিন্তু সকল দিগ্
বিবেচনা করে্য আমিও ক্ষান্ত হয়েছি।

সুম। আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বহির্গত হয়েছিলেম যে জীবনের
অবশিষ্ট কাল বনে বাস কর্যে তাঁদের সেবায় অতিবাহিত কর্‌বো।

গুরু। শুদ্ধ আপ্‌নি কেন, রাজ্য শুদ্ধ সকলেরই এই অভিপ্রায়.
ধ্রুবের যদি কেবল বনবাস মাত্র উদ্দেশ্য হতো, তা হলে সেই বনই
সমৃদ্ধশালী মহানগরী হতো, আর উত্তানপাদের রাজধানী প্রয়াগ অরণ্যে
পরিণত হতো। কিন্তু লোকাভিরাম রাজপুত্রের উদ্দেশ্য তপস্যা,
তাই তাঁর নীতিগর্ভ মধুর বচনে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হতে বাধ্য
হয়েছিলেন। এখন সে মহারণ্য পর্য্যন্ত গমন কর্যে আর তাঁর পবিত্র
ব্রতে ব্যাঘাত দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সুম। তবে আপ্‌নারই আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

গুরু। আর সর্ব্বত্রগামী দেবর্ষি ভগবান্ নারদ প্রমুখাৎ শুনেছি
যে, সে বালক যে কঠোর ব্রত অবলম্বন করেছেন পদ্মপলাশলোচন
দেব দেব ভগবান্ ত্বরায় তাঁর মনোরথ সফল কর্‌বেন তার অন্যথা
নাই। ধ্রুব জগতের সমুদয় বাহ্য বস্তু হতে মনকে নিবৃত্ত করে্য
এক মাত্র অদ্বিতীয় বিষ্ণু চরণে সমাধান করেছেন, ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে
সে নবীন যোগীর হৃদয়গত হয়েছেন, কাজেই ভূতধারিণী ধরণী
তাঁর ভার বহনে অসমর্থা হয়েছেন; ধ্রুব যখন যে স্থানে ধরণীপৃষ্ঠে
দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যা কর্‌ছেন ধরণীর সেই ভাগ নত হয়ে পড়্‌ছে
সেই ভাগের নদনদী পর্ব্বত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিচলিত হচ্ছে। ইন্দ্র চন্দ্র
কুবের প্রভৃতি দেবগণ সকলেই ভীত হয়েছেন, তাঁরা মনে করেছেন
তাঁদেরই কাহারো পদের জন্য ধ্রুব তপস্যা কর্‌ছেন, ধ্রুবের তপস্যা
ভঙ্গ কর্‌বার জন্যে তাঁরা কত মায়াই সৃজন কর্‌ছেন, কিন্তু কোন
মায়া ধ্রুবের তপস্যার অনুমাত্র ব্যাঘাত দিতেও সক্ষম হচ্ছে না!

সুম। ধন্য রাজপুত্র! ধন্য! ধন্য!

গুরু। কিন্তু ধ্রুব আর অচিরস্থায়ী কোন পদেরই প্রার্থী নন, অন্যে যা দিতে পারে, যার ক্ষয় আছে, ধ্রুব আর তার অভিলাষী নন, ত্রৈলোক্যের মধ্যে যে পদ কেহ কখনই লাভ করে নাই, ধ্রুব সেই পদ প্রার্থনায় ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছেন।

নাগ। ভগবান্ ত্বরায় সে বালকের মনস্কামনা সিদ্ধ করুন!

গুরু। এখন রাজভবনের সংবাদ কি বলুন?

সুম। দেব, আমি ত আর সেই অবধি রাজভবনে প্রবেশ করি নাই, প্রজারাও আর সেই অবধি স্ত্রৈণ রাজার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন না, কেহই আর রাজকার্য্যের কোন আন্দোলন করেন না, নগর কেবল রাজনিন্দায় পরিপূর্ণ হয়েছে। শুনেছি রাজা কুশলে আছেন, তিনি মহিষীর সহিত বন-বিহারার্থে ত্বরায় বহির্গমন কর্‌বেন।

গুরু। হাঁ, এই তাঁর আনন্দের সময়ই বটে, ধর্ম্মপত্নী আর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে বন-বিহারই এখন তাঁর শ্রেয়স্কর! আপনারা একটু মন্দগতিতে অগ্রসর হোন্, আমি এই সরোবরে হস্ত পদ ধৌত করে এখনি একত্র হচ্ছি।

সুম। যে আজ্ঞা।

[গুরুদেবের প্রস্থান।

এই ত সূর্য্যদেব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অস্তাচলের শিখর দেশে উপনীত হলেন। আমরাও প্রিয় কার্য্যের উদ্দেশে সমস্ত দিনটে পর্য্যটন করে সায়ংকালে নৈরাশ্য লাভ কর্‌লেম্।—এই, বুঝি গুরুদেব সরোবরে গিয়ে সায়ংকালীন সূর্য্যার্ঘ প্রদান পূর্ব্বক ভগবানের স্তুতিগর্ভ গান আরম্ভ কর্‌লেন।

(নেপথ্যে সংগীত।)

জয়জয়ন্তী। চৌতাল।

সকল জ্যোতির জ্যোতি, আদিদেব গ্রহপতি,
তমোহর দিনকর, ব্রহ্ম পরাৎপর। (তুমি।)
আছিল সংসার যবে, আঁধারে ঘোর নীরবে,
দেখালে এ সব তুমি, প্রকাশি প্রখর কর॥
অচেতন বিশ্বে প্রাণ, প্রভাতে করহ দান,
নিশীথে প্রসাদে তব, ক্ষরে সুধা সুধাকর।
তোমার স্নেহে পালিত, নদ নদী উৎস যত,
গিরি গৃহ মধ্যে রহে, পালিবারে চরাচর॥
সমীরণ সর্ব্বক্ষণ, করে বিশ্ব বিচরণ,
তোমার আজ্ঞায় জল, দেয় জলধর।
তবাদেশে ঋতুগণ, করে ধরা প্রদক্ষিণ,
জীবন জীবন তুমি, সৌন্দর্য্য-আকর॥

(এক জন রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ।)

রাজকর্ম্ম। (তুরীর শব্দ ও ঘোষণা।)

প্রয়াগ নগরে বাস, নাম রসময়।
রাজসহচর বলে, খ্যাত দেশ ময়॥
অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিল, সেই দুরাচার।
অবারিত ছিল তারে, অন্তঃপুর দ্বার॥
করেছে রাণীর চুরি, কত অলঙ্কার।
হীরকের বালা আদি, মণিময় হার॥

অমূল্য সে রত্নরাশি, জেনো সর্ব্বজন।
উপযুক্ত মূল্য তার, নহে নিরূপণ॥
যে জন ধরিয়া দিবে, সেই দুরাচারে।
কিম্বা যে সন্ধান দিবে, রাজ দরবারে॥
রাজা তারে পুরস্কার, করিবেন দান।
রাজযোগ্য যথোচিত, ধন পদ মান॥

নাগ। এ নির্জ্জন প্রদেশে কে আছে বাপু, যে তুমি এখানে ঘোষণা দিচ্ছ?

রাজ। নাই থাকুক, তবু যেমন রাজার আজ্ঞা।

[সুমতি ও নাগরিকের প্রস্থান।

[রাজকর্ম্মচারীর পুনরায় ঘোষণা ও প্রস্থান।

(পুরুষবেশে হেমন্তীর প্রবেশ।)

হেম। (স্বগত) হাঃ হাঃ হাঃ—রসময় অলঙ্কার চুরি করে পালিয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ—কি চমৎকার রহস্য! মহারাজ হাজার ঘোষণা দিন্‌না কেন, অলঙ্কারের আর রসময়ের সন্ধান কেউই কর্‌তে পার্‌বে না! আর হেমন্তী যখন এই মনিবনিকের বেশ ধরে বেরিয়েছে তখন এ দুয়ের শেষও ত্বরায় হবে!—কোন্ কাজ্‌টাই বা আমার অসাধ্য! বড়রাণী যে অলঙ্কারগুলিন ভালবেসে ছোটরাণীকে দিয়েছিলেন, আমিই বড়রাণী সেজে সে গুলিন রসময়কে দিলেম্ তারপর রসময় সে অলঙ্কার চুরি করে্য পালিয়েছে, আমারই কথায় আবার এ ঘোষণাও প্রচার হলো। রসময় যেখানে থাকুক শুন্‌তে পাবেই পাবে। আমিও সে অলঙ্কার আবার হস্তগত কর্‌বোই কর্‌বো। তারপর তাকে দেশছাড়া কর্‌তে পার্‌লেই আমার ষড়যন্ত্রেরও শেষ হয়। যাহোক্ ধন্য আমার বুদ্ধি! বুদ্ধির কথা মনে হ

াপ্‌নাআপ্‌নিই চম্‌কে উঠ্‌তে হয়! এমন সাক্ষাৎ ধর্ম্মঅবতার
জাটাকে অধর্ম্মে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছি! বুদ্ধির বৃহস্পতি ম-
টে আমার ফন্দিতে কোথায় রসাতল গেল! কত মন্ত্রণা করে্য
রের মধ্যে কত রটনাই রটিয়েছি! এখন লোকের মনে এম্‌নই ভা-
ী দাঁড়িয়েছে যে বড়রাণী আর ধ্রুবের বনগমনের অবশ্য একটী নিগূঢ়
ারণ আছে! কিন্তু সে কারণটী যে কি তা কারু সাধ্য নাই যে স্থির
র! এ ধূমরাশির মধ্যে যে আগুন কোথায় তা হেমন্তী বই আর
উ জানে না।—যাহোক্‌ এ মণিবণিকের বেশটায় আপ্‌নিই হেসে
তে হচ্ছে! কার্‌ সাধ্য চিন্‌তে পারে যে এ সজ্জার ভিতর হেমন্তী
রাজ কর্‌ছে!

[প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মধুবন।

(ধ্রুব যোগাসনে আসীন।)

ধ্রুব। (করযোড়ে স্তব।)

ঝিঝিট-খাম্বাজ। ঠুংরি।

দুঃখ ভঞ্জন, সুখ কারণ।

দীন দয়াময় কোথায় হে॥

গিরি সরঃ বন, ব্যাপ্ত সর্ব্ব স্থান,

ভকত-চিত তব আসন হে।

মূঢ় জ্ঞানবান্, সকলে সমান,

সাধু হৃদে সদা রমণ হে।

গর্ব্ব খর্ব্ব কারী, সর্ব্ব ভয় হারী,

শরণাগত জন রক্ষণ হে।

যোগ যাগ ফল, শোভে তব পদতল,

নাম পদ্মপলাশলোচন হে॥

(দূরে দুই জন ব্যাধের প্রবেশ।)

প্রথ। মুই ত তখনি বল্লাম যে ওদিক্‌টায় যান্‌নেরে ভাই, থানে পাক্‌পাকালি জীব জন্তু মানুষ সব সমান, কেউ কারু হিঁসে রে না, মানুষের কাছে সচ্ছন্দে খাবার জন্তু গুলো বস্যে থাকে। ার ওখানকার মানুষ গুলোও সব বুনো জন্তু বই ত নয়, তাই ত তা-দর মধ্যে এত ভাব।

দ্বিতী। তাই ত ভাই, ওরা সব কি রকমের মানুষ! অমন কচি চি হরিণছাগুলো কাছে কাছে বেড়াচ্ছে, ধরেও না খায়ও না, কে-ল চোক বুজে পুতুলোর মত বসে আছে।

প্রথ। তুই ত হালি এ কাজে নেবেছিস্, মুই চিরকালটা এই র্ম্ম করে্য বুড়োলেম্, তুই কি জান্‌বি তা বল, ওনারাই সব মুনি ষি, বেস্তাণ্ডের কর্ত্তা যে বলে ভগবান্, ওনারা চোক বুজে তানা-কই ভাবে।

দ্বিতী। ভাল ভাই, তবে ওরা কি খায়ে এ বনে বেঁচে থাকে ?

প্রথ। ওনারা প্রায়ই খান্ না, কেউ কেউ চাল আর কলা সেদ্ধ রো্য খান্।

দ্বিতী। তা মোরা ত আর তা পার্‌বো না ?

প্রথ। আজকার দিনটে বুঝি বা বেথ্যায় গেল! সুজ্জি ঠাকুর ত ূব মার্‌লেন। তা এ সেঁজোঘায় আর যে কিছু হয় এমন তো ুঝোয় না। কি কপালের ফের! এমন বন হতে শুধু হাতে ঘরে ফিরে যেতে হল! ছেলে পুলে গুলো রাতটে শুখিয়ে কাটাবে! হায়! হায়!—

দ্বিতী। ভাই, হ্যাদে ঐ দিক্‌টে একবার তাকা দেখিন্, ঐ না একটা কি বসে আছে।

প্রথ। তবে আয়, একটু আগিয়ে গিয়ে দেখি। (কিঞ্চিৎ গমন।) ারে ভাই, ও ত হরিণ নয়।

দ্বিতী। তবে ওটা কি রে ভাই! কাঁচা হলুদের মত রং, অ
গা দিয়ে যেন কেমন একটা ছটা বেরুচ্ছে! যাহোক্ ভাল খ
বার দিব্বিই কিছু হবে। একেবারে যোড়া কাঁড়। (শর সন্ধা
উপক্রম।)

(সুনীতি ও মুনিকন্যার প্রবেশ।)

সুনী। সখি, ঐ না সেই দুজন ব্যাধ আবার আশ্রমের জা
প্রতি শরসন্ধানে উদ্যত হয়েছে!

মুনি। হাঁ তারাই ত বটে। (ব্যাধের প্রতি) ওরে ব্যাধ, আব
তোরা এ বনে এসেছিস্, মুনিদের শাঁপে কি তোদের ভয় হয় না?

সুনী। শীঘ্র নিবারণ কর, ওরা যে শর যোজনা করেছে?

মুনি। ওরে, তীর ছাড়িস্ নে, ক্ষান্ত হ। আশ্রমে জীবহিং
কর্‌লে মুনি ঋষিরা শাঁপ দিয়ে এখনি তোদের ভস্ম কোর্‌বেন।

প্রথ। এ ত আশ্রমের বন নয়।

মুনি। এ ও আশ্রমের বন।

প্রথ। সকল বনই যদি আশ্রমের, তবে কি মোরা ভ্যা
যাবো, শিকার না কর্যে পরাণে মারা যাবো, বাবাঠাকুরদের কি এ
সাধ?

দ্বিতী। ও কথা যাতে দে ভাই, দুদিগেই যদি মরণ হবে, ত
না হয় ঐ জন্তুটা মেরেই ভস্ম হবো, মুইত ওটার লোভ ছাড়্‌
পার্‌বো না।

মুনি। কইরে, এ বনেই বা জন্তু কই যে তোরা মার্‌বি?

প্রথ। ঐ দেখ না মাঠাক্‌রোণ, কেমন বেশ চেকনো জন্তুটী, যে
আগুণের মত বন আলো করেছে! (শর নিক্ষেপে উদ্যত।)

সুনী। সর্ব্বনাশ! ওরে ব্যাধ ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ! ওরে
কি তোদের আহারের জন্তু, ও যে আমার প্রাণের ধ্রুব এই নির্জ্জ
বনে বসে তপস্যা কর্‌ছে।

প্রথ। মা, তবে উটী কি একটী মুনি! এত কাল এই ব

আস্‌ছি অমন ছোট মুনি ত কখন দেখিনি। ভাগ্যিগি ভাল যে মোরা আজ্ এ বনে তোমাদের দেখা পেয়েছি। তোমরা আজ্ মোদের দুবার রক্ষা কর্‌লে। না, আর মোরা এ বনে কখনই আস্‌বো না, আর ভাল করো না দেখে কোন জন্তুকেই মার্‌বো না। চল্‌রে ভাই, আজ্ আর কপালে কিছু নাই, মাঠাকুরোন! তোমাদের গড় করি।

[প্রণাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সুনী। দেখ্‌লে ভাই, অভাগিনী মায়ের মনে অমঙ্গল ভাবনা যেন সত্য হয়েছে বলে কথা। অকারণ কি মায়ের প্রাণ এত ব্যাকুল হয়?

মুনি। বিধাতার ও কেমন কৌশল দেখ ভাই, তিনি যে কারে কি উপায়ে রক্ষা করেন তা তিনিই জানেন!

সুনী। মহাসাগরে নিমগ্নপ্রায় অর্ণবপোতকে সামান্য তৃণের দ্বারা রক্ষা কর্‌বার শক্তি ত তাঁরই।

মুনি। কিন্তু ভাই, তুমি রাজরাণী হয়ে আমাদের সঙ্গে বনে বনে সমিদ্‌কাষ্ঠ কুড়িয়ে বেড়াও, হিংস্রক জন্তুদের গ্রাস হতে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য পুত্রকে রক্ষা কর্‌বে বলে এমন বনে রাত্রি প্রভাত করো, মাটীর উপর তৃণ শয্যায় শুয়ে থাকো, দিনান্তে একগ্রাস পরিমিত সামান্য অন্ন ভক্ষণ করো, এ দেখেও বিধাতা এখনো ধ্রুবের প্রতি অনুকূল হলেন না, এই জন্যেই ভাই তাঁকে তিরস্কার কর্‌তে ইচ্ছা করে।

সুনী। তবু তিনি যে এই দুঃখ সাগরে আমার এই আশ্রয় তৃণ গাছটী এখনো রক্ষা করেছেন এই এ দুঃখিনীর পক্ষে যথেষ্ট।—ভাই, তুমি এই স্থান হতে বিদায় হও?

মুনি। হাঁ, আমি চল্‌লেম্।

[প্রস্থান।

সুনী। (স্বগত) সকলই সহ্য হয়, কিন্তু বাছার আমার শুষ্কমুখ দেখ্‌লে আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা হয় না! আহঃ, হরিণীই বা

কি বলে দুগ্ধপোষ্য কুমারকে বাঘের গ্রাসের জন্যে নীবিড় বনে রেখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!—দয়াময়, কতদিনে এ অপরাধিনীর প্রতি মুখতুলে চাবে! (নেপথ্যে দেখিয়ে) ইনি কে? এঁকে চেনা চেনার মত দেখ্‌ছি! ইনি কি সেই রসময়! এখানে কেন? রাজা কি এই অভাগিনী আর বাছাধনের অনুসন্ধানের জন্য এঁকে পাঠিয়েছেন? তা এঁর এখন দুঃখীর মত বেশ কেন?

(রসময়ের প্রবেশ।)

এমন হলো কেন? ভাবনার ভরে এঁর মাথা যে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, মাটি হতে যে একবারও চোক্ তোলেন না। (প্রকাশে) রসময়!

রস। (দেখিয়া) ও মা, সর্ব্বনাশ!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

সুনী। (স্বগত) কেমন হলো! কালভুজঙ্গী দেখে লোকে যেমন দ্রুতবেগে পলায়, রসময় আমাকে দেখে সেই রূপ পালালো কেন? রসময় আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র, আমি চিরদিন ওকে পুত্রের মত স্নেহ করেছি! কেন এমন হলো! (প্রকাশে) রসময়? ও রসময়?

[প্রস্থান।

(মণিবণিক্ বেশে হেমন্তীর প্রবেশ।)

হেম। (স্বগত) সৎ কর্ম্মই হোক্ আর অসৎ কর্ম্মই হোক্ কাজ সিদ্ধি হলে যথার্থই সুখের সীমে থাকে না! আমি আজ্ কি সুখেই ভাস্‌ছি! সেই অলঙ্কার গুলিন আবার আমার হাতে আস্‌বে! হাঃ হাঃ হাঃ—কত সন্ধানেই আমি রসময়কে পেয়েছি, আর কি কৌশলেই তার পেটের কথা বার্ করেছি! যা হোক্ ধন্য আমার চাতুরী! হাঃ হাঃ হাঃ— এই যে বর্ব্বর বামণ আস্‌ছেন।

মরণ আর কি, উনি আবার আমার কাছে রামপ্রসাদ হয়েছেন! ওরে আমার রামপ্রসাদ!

(রসময়ের প্রবেশ।)

রস। মহাশয়, শীঘ্র আমায় পরিত্রাণ করুন, আমি আর এ সকল মাথায় করো প্রাণ সংশয় কর্‌তে পারিনে!

হেম। দেখি, তোমার রত্ন গুলিন কেমন?

(উভয়ের উপবেশন।)

রস। (দেখাইয়া) এ অমূল্য রত্নরাশি রাজভাণ্ডার অলঙ্কৃত কর্‌বারই যোগ্য।

হেম। সত্যই বটে, এখন বল দেখি কি মূল্যে তুমি এ গুরুভার বহনে ক্ষান্ত হবে?

রস। রত্নের মূল্য অবস্থানুসারে। যার যেমন অবস্থা সে সেইরূপ মূল্য দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে পারে। আর বিক্রেতারও যেমন অবস্থা সেও সেই রূপ মূল্য লাভ করে। দীন দুঃখী, যোগ্য স্থানে নিরাপদে রত্ন রক্ষার যার ক্ষমতা নাই, সে আর কোথা হতে উপযুক্ত মূল্য লাভ কর্‌বে।——

হেম। আহা, তোমার কাতরতায় ইচ্ছা হয় যে তুমি উপযুক্ত মূল্যই লাভ করো। এ রত্নরাশির তরে রাজারা রাজ্যাংশ পর্য্যন্ত দিতে পারেন। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বণিক্—

রস। ভাগ্যবানের অদৃষ্টে রত্নকুল এমনই অনুকূলই বটে, কিন্তু দুর্ভাগার পক্ষে এ মণি বিষমণি মাত্র। আপনি আমাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে স্বচ্ছন্দে এর সার সম্ভোগ করুন!—এত নিবিষ্ট মনে কি দেখ্‌ছেন?

হেম। ভাল রামপ্রসাদ, তুমি সত্য করো বল দেখি, তুমি এ রত্ন কোথায় পেলে?

রস। কেন, সে কথা ত পূর্ব্বেই বলেছি।

হেম। তোমার নাম কি যথার্থই রামপ্রসাদ ?

রস। এ সন্দেহ কেন ?

হেম। এ অলঙ্কার গুলিন যেরূপ দেখ্‌ছি, প্রয়াগে এই রূপ অল ঙ্কারের বর্ণনা করো্যে রাজকর্ম্মচারিগণ ঘোষণা দিয়েছিল যে, রসম নামে এক জন রাজসহচর চুরি করো্যে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

রস। সে অলঙ্কারের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

হেম। এ অলঙ্কার নিঃসন্দেহই সেই অলঙ্কার! এই যে সা রাজার সম্পত্তিতুল্য এই সাতনরি মতিমালার সাত খানি ধুক্‌ধু কীতে "রাজা উত্তানপাদ" এই সাতটী দেবনাগর অক্ষরে নাম অ ঙ্কিত রয়েছে! এ নিশ্চয়ই চোরের ধন! আর তুমি যদি রসময় ন হতে, যদি নিরপরাধী কোন ব্যক্তিই হতে, তবে এ ঘোষণা শুনে এ রত্নরাশি রাজাকে প্রত্যর্পণ করো্যে অতুল পুরস্কার অবশ্যই লা কর্‌তে? আর তোমার যেরূপ ভয় কম্প আর মুখের পরিবর্ত্ত দেখ্‌ছি,—

রস। আর অধিক কথায় কাজ নাই, আমাকে যা হয় কিছু দিন, আমি প্রস্থান করি।

হেম। এ পাপের উচিত দণ্ডই তোমার এ দুরবস্থা। এখন এ রত্ন, চোরের ধন বাট্‌পারের ন্যায় আমি গ্রহণ কর্‌লেম্। তবে আমি তোমাকে দয়া করো্যে এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি, যদি তুমি এ দেশ পরিত্যাগ করো্যে ম্লেচ্ছদেশে গমন করো আর হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে যাবনিক ধর্ম্ম গ্রহণ করো; কারণ তোমার মত নরাধম বিশ্বাসঘাতকের এ সত্য-প্রচলিত ভারতবর্ষ আর পরমপবিত্র ব্রাহ্মণকুলকে কলঙ্কিত কর কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়।

(সুনীতির প্রবেশ।)

(স্বগত) সর্ব্বনাশ! বড়রাণী যে! এঁরাও কি এই বনে আছেন?

সুনী। এই যে রসময়!

হেম। তবে নাকি তুমি রসময় নও ?

রস। সর্ব্বনাশ হলো!

[দ্রুতবেগে রসময়ের প্রস্থান।

সুনী। ভাল, তুমি রসময়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছিলে, এর কারণ কিছু বল্‌তে পারো, ও আমায় দেখে প্রস্থান করে কেন? দুবার এই রূপ কর্‌লে।

হেম। (স্বগত) ধরণী মধ্যে আমিই এ কথার যথার্থ উত্তর দিতে পারি বটে, কিন্তু তা দেব না। যা হোক্ ভাগ্যে পালিয়েছে! (প্রকাশে) আমি এই মাত্র জান্‌তে পার্‌লেম যে এ ব্যক্তি উত্তানপাদ রাজার অনুচর, মহিষীর অলঙ্কার চুরি করে্য পালিয়ে এসেছে। আপ্‌নি মুনিকন্যা, আপ্‌নাকে দেখে কেন এ রূপে প্রস্থান করে তা আমি বল্‌তে পারি না; বোধ হয় চোরের স্বভাব। আমি প্রয়াগের এক জন মণিবণিক্, অনেক অনুসন্ধান করে্য এর স্থান হতে এই অলঙ্কার গুলিন সংগ্রহ করেছি, রাজাকে প্রত্যর্পণ করে্য পুরস্কার লাভ কর্‌বো এই অভিলাষ।

সুনী। (উপবেশন ও স্বগত) আমি এই অলঙ্কারে স্নেহময়ী ভগ্নী সুরুচিকে সুশোভিত করে্য দিতেম্। রসময় চুরি করেছে! এ অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে! অথবা বিপরীত ঘটনার সময় সকলই বিপরীত ঘটে। সেই জন্যেই আমাকে দেখে এই রূপ করে?

হেম। আহা, মণিময় অলঙ্কারের কি গুণ! বিধাতা এমন নারী সৃজন করেন নাই যার মনোহর অলঙ্কারের প্রতি লোভ হয় না। কে না এ সকলের প্রতি স্থির নেত্রে দেখে।

সুনী। বণিক্, যথার্থ বলেছো! তুমি আমাকে এই গুলিন দেবে?

হেম। না, কার্ ধন দেবো? আর এ অমূল্য রত্ন উত্তানপাদের মহিষী ভিন্ন আর কারে শোভা পায়? (অলঙ্কার বস্ত্রে বন্ধন।)

সুনী। (উঠিয়া সচকিতে) বণিক্, সাবধান হও, সাবধান হও! অজাগার সর্প!

হেম। সাপ্! বাপ্রে! মলেম্ রে!

[বেগে প্রস্থান।

সুনী। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! দুর্গম বন মধ্যে কতই আশ্চর্য্য ঘটনা হয়! এ সাপটী কি মণি লোভে এ বণিকের প্রতি ধাবিত হলো! হতেও পারে, এর কোন মণিটী এই সাপের মাথারই মণি হবে!—যা হোক্ বণিক্ যত্ন করো যে হৃদয় সুশোভিত কর্‌বার জন্যে এ রত্নমালা সংগ্রহ করো লয়ে যাচ্ছে, সে হৃদয়ে আর এ ভুজ-ঙ্গীর হৃদয়ে কোন প্রভেদই নাই। যাই, বাছার নিকটে বসে রাত্রি প্রভাত করিগে। (কিঞ্চিৎ গমন।)

ধ্রুব। (রোদনস্বরে স্তব।)

বেহাগ খাম্বাজ। এক তালা।

দয়াময়, কেন হে নিদয়, দীননাথ হে আমারে।
আমা বড় নাহি আর, দুঃখী এ সংসারে॥
বিমাতার বাক্যবাণ, সদা বিদরুছে প্রাণ,
পিতা দেন বিসর্জ্জন, নিদয় অন্তরে।
হইয়ে রাজগৃহিণী, জননী বনবাসিনী,
কাঁদেন দুঃখিনী সদা, স্মরিয়ে তোমারে॥
এ জগতে তুমি ভিন্ন, দীনের কে আছে অন্য,
লয়েছি শরণ নাথ, এ বন মাঝারে।
আমি অতি শিশুমতি, কি তব করিব স্তুতি,
নাথ দয়াময়, দয়া, কর এ দীনেরে॥

সুনী। (স্বগত) প্রভো, এ কাতরোক্তিও কি তোমার কর্ণে স্থান পায় না! দয়াময়ের হৃদয় ত অবশ্যই এতে বিদীর্ণ হবে! (ধ্রুবকে

সম্বোধন করিয়া) ধ্রুবরে, এ কঠোর তপস্যা তুই আর কত কাল কর্‌বি! নিদাঘের প্রখর রবিকিরণ, বর্ষার মুষল ধারা, শরতের দারুণ শিশির, আর হেমন্তের দুর্জ্জয় শীত আর কত কাল-তুই সহ্য কর্‌বি! বাছা, অনাহারে অহোরাত্র এ কঠোর তপস্যায় তোর শরীরের কি দশা হয়েছে! ওয়ে, তোর শীর্ণ শরীর আর মলিন মুখ দেখলে আমার এক দণ্ড যে আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না! বল্ দেখিরে, মার প্রাণে আর কতই সহ্য হয়! বাছা, এ যদি তোর তপস্যার সময় হতো, তা হলে দয়াবান্ ভগবান্ তোর এ কঠোরে অবশ্যই এতদিন সদয় হতেন! ওরে অনিয়মিত ব্রত যজ্ঞ তিনি কখনই সফল করেন না।—ধ্রুব, তবে কি তুমি দেহ নষ্ট কর বার জন্যে এই উপায় অবলম্বন করেছো? ওরে বিমাতার অনুরোধে আর অভিমানের পরতন্ত্র হয়ে শেষে মাকে ত্যাগ করাই কি তোর শ্রেয়ঃ হলো। বাছারে, পুত্রের অমঙ্গল হবে মা যদি এ জেনেও জীবন ধারণে সক্ষম হয় তবে বিধাতার অপত্য স্নেহের সৃষ্টি নিতান্ত বৃথায় হবে। বাছা আজ্ যদি তুমি এ তপস্যা পরিত্যাগ না করো, মা বলে যদি এ অভাগিনীর কোলে না এসো, তবে তোমার জননী আজ্ তোমার সম্মুখে স্বহস্তে প্রাণ নষ্ট কর্‌বে। (রোদন)—ওহ! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে এখনি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হলো! (নেপথ্যে ভীষণ শব্দে) ওহঃ এ নিবীড় বনমধ্যে জন্তুদের কি ভয়ানক চীৎকার। (পুনরায় শব্দ) ওহঃ, আজ্‌কের শব্দ যেন আরো ভীষণ! এমন চীৎকার ত একদিনও শুনি নাই! (নেপথ্যে দেখিয়া ভয়াকুল স্বরে) ধ্রুবরে, আজ্ আর রক্ষা নাই! সহস্র সহস্র ব্যাঘ্র এককালে মুখব্যাদন করে আস্‌ছে! ওরে সর্ব্বনাশ হলো যে! বিকটাকার কত শত রাক্ষস আজ্ ধাবিত হয়ে আস্‌ছে! (নেপথ্যে, কেটেফেল্, কেটেফেল্, গ্রাস কর্, গ্রাস কর্।) চল্‌রে ধ্রুব, আর তপস্যায় কাজ নাই, শীঘ্র চল্, সর্ব্বনাশ হলো। (বল পূর্ব্বক ধ্রুবকে ক্রোড়ে ধারণ।)

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—o—

মধুবনের অন্য প্রদেশ।

(মণিবণিকবেশে হেমন্তী সর্পবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান্।)

হেম। (সর্পের প্রতি) সাপ্! তুমি আমার কাল্ তা আমি বেশ জেনেছি! তুমি আমার দুষ্কর্ম্মের দণ্ড বিধান কর্‌ছো, তা ও আমি বেশ জেনেছি! তা আর কেন? তিন দিনেও কি যথেষ্ট হল না! তোমার বজ্রসম বেষ্টনে আমার দেহ চূর্ণ হয়েছে! আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে! আর কেন? এইবার দুশ্চারিণীর প্রাণনাশ করো? পাপমতী হেমন্তীর যথার্থ দণ্ডই হয়েছে? পাপীয়সীর প্রাণনাশের জন্যে আজ্ প্রলয় কালও উপস্থিত হয়েছে! (স্বগত) উহঃ সতীলক্ষ্মীর পবিত্র চরিত্রে কি ভয়ানক কলঙ্কের দাগ্ দিয়েছি! সে ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কর্ণগোচর না হলেত সে কলঙ্ক বিমোচনের আর উপায় নাই! কেমন করো্য এ মরণকালে সে কথা ব্যক্ত করো্য যাই!—হায় হায়, পাপের পরিতাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে! (রোদন।)

(দূরে উত্তানপাদের প্রবেশ।)

উত্তা। (স্বগত) উহঃ, কি ভয়ানক ঘন মেঘমালা গগণকে আচ্ছন্ন করেছে! কি নিবীড়ান্ধকার! প্রবল বায়ুবেগের কি ভয়ানক শব্দ! ঘন ঘন বজ্রাঘাতে, বৃষ্টির মুশল ধারায়, মেঘের ভীষণ গর্জ্জনে ধরণী বিকম্পিতা হয়ে উঠ্‌ছে! কেবল সৌদামিনীর ক্ষণিক প্রভায় বোধ হচ্ছে সৃষ্টি এখনো লয় প্রাপ্ত হয় নাই!—যা হোক্ এ প্রলয় কালে অঙ্গুলি পরিমিত স্থান অগ্রসর হওয়া কারু সাধ্য নাই! আমি এই স্থানেই জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করো্য আশ্রয় লই! (উপবেশন) উত্তানপাদকে সম্যক রূপে বিপদগ্রস্থ কর্‌বার জন্যেই কি এই দুর্য্যোগের সৃষ্টি হলো!—আহা! কি কুক্ষণেই মৃগ-

য়ায় বহির্গত হয়েছিলেম্, সৈন্যসামন্তই বা কোথায় রইল আর আমিই বা কোথায়? কেনই বা মৃগশাবকটীর প্রতি ধাবিত হয়ে সন্ধ্যার সময় এ নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ কর্‌লেম্ আর এখানে এসে কেনই বা আজ্ দিগ্‌ভ্রম হলো! এমন ত কখনই হয় না!—আহা, প্রাণাধিকা সুরুচি আমার বিরহে কতই ব্যাকুল হচ্ছেন! শিবির মধ্যে একাকিনী সে কুলকামিনী এই প্রলয়কালে দুর্গম বনমধ্যে আমার বিপদ ভাবনায় কত যাতনাই না পাচ্ছেন! (নীরব)

(দূরে রসময়ের প্রবেশ।)

রস। (স্বগত) কি অদৃষ্টের ফের্! নির্জ্জন বনে এসে থাক্‌লেম তবু নিস্তার নাই! মহিষী সুনীতি পুত্র সমভিব্যাহারে এই বনেই বনবাসিনী হলেন! কুপ্রবৃত্তির বশে এখনো তিনি আমার অনুবর্ত্তিনী, সর্ব্বনাশের উপর আবার কি সর্ব্বনাশ ঘটাবেন তা কে বল্‌তে পারে! মণিবণিকের নিকট মণিগুলিনও গেল! আবার শুনেছি রাজা এই বনের নিকটেই মৃগয়া কর্‌তে এসেছেন! তা আমি এ রেতেরেতে এ স্থান পরিত্যাগ করে৷ যাচ্ছি, কিন্তু দৈব কি আমার পলায়নের প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হলেন! এ প্রলয়কালে এক পা অগ্রসর হওয়া যে কঠিন হয়ে উঠ্‌লো! (মন্দ পদপ্রক্ষেপ।)

উত্তা। (হেমন্তীর রোদন শব্দ শুনিয়া স্বগত।) কে এমন করুণস্বরে রোদন কর্‌ছে! এ কি বনের কোন রূপ মায়া! না যথার্থ কোন ব্যক্তি এ প্রলয়কালে বিপদে পড়েছে!

রস। (স্বগত) এ কি!

হেম। (প্রকাশে) কে তবে আমার পাপের কথা মহারাজ উত্তানপাদকে বল্‌বে! হে ভগবান্, আমার দশায় কি হবে? (রোদন।)

উত্তা। (স্বগত) বিপন্ন ব্যক্তির রোদনশব্দ স্বকর্ণে শুনে রক্ষার্থে গমন না করা নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, কদাপি ক্ষত্রিয় কুলোচিত নয়, বিশেষতঃ আমাকেই স্মরণ কর্‌ছে! কি করি,—(পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ প্রকাশ) এই যে, সৌদামিনীও বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি অনুকূল

হয়েচেন, সৎকর্ম্মের সহায়তায় পুনঃ পুনঃ দর্শন দিচ্ছেন, এ ঘোর অন্ধকারে বন্যপথকে আলোকময় কর্‌ছেন! (অসি গ্রহণ ও উচ্চৈঃস্বরে) কে তুমি এ বনে বিপদে পড়েছ, আশ্বাসিত হও, আমি ত্বরায় উদ্ধার কর্‌বো।

রস। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এ ত স্বয়ং রাজা উত্তানপাদ! তা এ প্রলয়কালে একাকী এ বনমধ্যে কেন? দূরে, করুণস্বরে রোদনের শব্দও হচ্ছে! ইনিও সেই শব্দ লক্ষ করে চল্‌লেন, তবে আমিও একটু গোপনে পশ্চাতে গিয়ে দেখিই না কাণ্ডটা কি!——(সঙ্গোপনে গমন।)

উত্তা। (হেমন্তীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি! এ যে একটা অজাগর সর্প একটা মানুষকে আক্রমণ করেছে?—তুমিই কি রাজা উত্তানপাদকে স্মরণ কর্‌ছিলে?

হেম। হাঁ মহারাজ!

রস। (স্বগত) এই ত সেই মণিবণিক্ দেখ্‌ছি, বেশ্ হয়েছে!

উত্তা। আমি এখনি এ সর্পকে নষ্ট কর্‌ছি। (অসি নিষ্কোষণ।)

হেম। মহারাজ, ক্ষান্ত হোন্, এ সর্প আমার কাল, আমি তিন দিন এই রূপে বেষ্টিত হয়ে আছি, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছে, কেবল আমি স্বমুখে আপনার সমক্ষে অপরাধ স্বীকার কর্‌বো, আর সতীর মিথ্যা কলঙ্ক বিমোচন কর্‌বো বলে সাপ্ আমাকে জীবিত রেখেছে। আমি আপনার দাসী হেমন্তী।

উত্তা। সুরুচির প্রিয়দাসী হেমন্তী! তুমি পুরুষবেশে এ বনে কেন?

হেম। মহারাজ, এই দুশ্চারিণীই যত অনর্থের মূল, বড়রাণী সুনীতিদেবী সতী, আমি বড়রাণীর পরিচ্ছদে অন্তঃপুরের বাগানে অধিবাসের রাত্রে রসময়ের সহিত আপ্‌নাকে দেখা দিই, বড়-রাণীর অলঙ্কার গুলিন আমিই রসময়কে দিই, আবার এই মণি-বণিক্ সেজে কৌশল ক্রমে তাঁর স্থান হতে এ গুলিন পুনঃ গ্রহণ করেছি, এই সে অলঙ্কার। (প্রদান) এ ষড়যন্ত্র কেবল উত্তমকে সিংহাসন দেবার জন্য,—(পতন ও মৃত্যু।)

উত্ত। হা, প্রেয়সি সুনীতি! হা প্রাণবৎস ধ্রুব! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

রস। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আমি এখন কি করি! কেমন করো রাজার প্রাণ রক্ষা করি! এ নিবিড় বনমধ্যে এ সময় কেউ নাই যে একটু সাহায্য করে! (উপবেশন ও বায়ুসঞ্চালন) ওহঃ, দুশ্চারিণী হেমন্তীর কি ভয়ানক চরিত্র! স্ত্রীলোকের দুষ্টবুদ্ধি যে কত প্রলয়ঙ্করী তা অনুভবের দ্বারা স্থির করা যায় না! যা হোক্ বিধাতার দণ্ডবিধানও কি চমৎকার। আহঃ, আমার ইচ্ছা হচ্ছে এ পাপিয়সীর মৃতদেহটা রাজার এই অসিখান্ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করো আসি।

উত্ত। (চেতনান্তর) কে তুমি?

রস। মহারাজের চিরকিঙ্কর রসময়।

উত্ত। বন্ধো, আমার অপরাধ ক্ষমা কর?

রস। আমি হেমন্তীর সকল কথা শুনেছি।

উত্ত। ভালই হয়েছে। (ভগ্নকণ্ঠে) রসময়, এখন এমহাপাতকীর উপায় কি? বিধাতা ত দুশ্চারিণীর যথাবিহিত দণ্ডবিধান কর্‌লেন, তা এ পামরের উপযুক্ত দণ্ড দিতে আর কেন বিলম্ব কর্‌ছেন! এই নিবিড় অরণ্যে এই ঘোর রজনীতে বজ্রাঘাত দ্বারাই এ পামরের দুর্ব্বুদ্ধিপূরিত মস্তক বিদীর্ণ হওয়াই ত উপযুক্ত!—কিন্তু তারও ত উপায় অন্তরিত হচ্ছে! আকাশ মেঘমুক্ত হলো! অন্ধকার দূরীভূত হলো! চন্দ্রদেবও উদিত হচ্ছেন! আর ত বজ্রাঘাত হচ্ছে না! তবে বিধাতা কি এ নরাধমকে দীর্ঘকাল লজ্জা আর শোকের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ভোগের জন্য জীবিত রাখ্‌লেন! আরো ভয়ানক দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বেন!—না রসময়, আমি আর লোক সমাজে মুখ দেখাব না! যে পামর সতীকুলের আদর্শ স্বরূপ সহধর্ম্মিণীকে অকারণে বিসর্জ্জন দিয়েছে, যে স্নেহের পুতুলি স্বরূপ প্রাণাধিক বৎসকে লালন পালন করো স্বহস্তে তার প্রাণ হরণে অগ্রসর হয়েছে, সে আর কি বলে মানব সমাজে জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের সঙ্গে একত্রী-

ভূত হবে! হা, হা, সর্প! তুমি হেমন্তীর দণ্ডবিধান কর্‌লে, আর আমার দণ্ডবিধানে কি অক্ষম হলে! আমি ত তার অপেক্ষা আরো গুরুতর পাপী!

রস। মহারাজ, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন?

উত্তা। রসময়, দিবাকর উদিত হবার পূর্ব্বে, সে পবিত্র আলোকে এ পামরের ঘৃণিত দেহ মানবচক্ষে পতিত হবার পূর্ব্বে, যদি সেই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী ও সেই প্রাণাধিক বৎসের দর্শন পাই, যদি সে অভিমানিনীর চরণে এ গুরু অপরাধের ক্ষমা লাভ করি, রজনী প্রভাত না হতেই যদি সেই গুনবতী ভার্য্যাকে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী করো সেই স্নেহললামভূত প্রিয়তম বৎসকে ক্রোড় সমর্পণে সক্ষম হই, তবেই যা হোক্, নচেৎ উষাদেবীর আ-গমনেই এই বৃক্ষমূলে এই তীক্ষ্ণ অসিতে স্বহস্তে এই দেহপিঞ্জর ছেদ করো পাপ জীবনকে বহিস্কৃত কর্‌বো, এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা!

রস। তবে এ কিঙ্করকে এখনি বিদায় দিন্? তাঁরা এই বনে,—

উত্তা। রসময় সে ত হবার নয়, আমি এই মৃত্যুশয্যায় শয়ন কর্‌-লেম! (ভূমে শয়ন)

[রসময়ের প্রস্থান।

(ভগ্নকণ্ঠে) হা প্রাণবল্লভে! হা প্রিয়তমে সুনীতি! তুমি এখন কোথায় রয়েছো? তুমি অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী হয়ে, তুমি সসাগরাধরণীনাথের মহিষী হয়ে এই নরাধম অযোগ্য নৃসংশ পতির কদাচারে অনাথা বনচারিণীর ন্যায় কোথায় ভ্রমণ কর্‌ছো! হা, হা, প্রিয়ে, তোমার সত্য প্রণয়ের তোমার সরল স্নেহের কি চমৎকার প্রতিশোধই তোমার পামর স্বামী প্রদান করেছে! রে বৎস! রে আমার প্রাণের ধ্রুব, তুমি এমনো নরাধম কাপুরুষ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলে! হায়, হায়, নিরপরাধী দুগ্ধপোষ্য বালককে আমি কোন্ প্রাণে বিসর্জ্জন দিলেম্! হা রাক্ষসি হেমন্তি, আমার

দুগ্ধপোষ্য শিশু তোর এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছিল, যে তুই তাকে একেবারে নষ্ট কর্‌লি! আমি তৃষ্ণায় প্রাণকণ্ঠাগত ব্যক্তির জলপানের ন্যায় নিতান্ত ব্যগ্র হয়ে প্রাণবৎসকে ক্রোড়সমর্পণে যত্নবান্‌ হয়েছিলেম্‌ তাতে তোর মনে কেন নিদারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছিল। হা পামরি! হা রাক্ষসি মায়াবিনি! (কিঞ্চিৎ পরে) হা, স্নুরুচি! অনুগত স্বামীর উপর নিতান্ত প্রভুত্ব স্থাপিত করেছিলে বলেই কি স্বামীকে এইরূপে নষ্ট কর্‌তে হয়? তুই সসাগরাধরণীপতির প্রিয়মহিষী, অতুল ঐশ্বর্য্য প্রতিনিয়তই তোর সেবার জন্য যত্নবান্‌, তুই লোভের দাসী হয়ে এমন অকার্য্য কেন সাধন কর্‌লি? আমি যে তোকে নিরতিশয় ভাল বাস্‌তাম্‌, তার যথার্থ প্রতিশোধ কি স্বামীকে স্ত্রৈণ অপবাদে কলঙ্কিত করা? অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জনেরও কারণ হলি? ওরে, দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এমন উপায় কেন অবলম্বন করেছিলি? হায়! হায়! তুই কেন আমার স্থানে উত্তমের নিমিত্ত ছার্‌ রাজসিংহাসন প্রার্থনা কর্‌লি নে? আমার ধ্রুব যে জগতের আধিপত্যও তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে তা কি তুই জান্‌তিস্‌নে? হা! হা! (নীরব)

(দূরে সুনীতি ও মুনিকন্যার প্রবেশ।)

মুনি। আর অমঙ্গল চিন্তা করে্য রোদন কোরো না? বিধাতা কি এতই নিষ্ঠুর হবেন যে তুমি যে তৃণগাছটী অবলম্বন করে্য এ দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হতে যত্ন কর্‌ছো তাও আবার কেড়ে নেবেন!

সুনী। ভাই, জগতে আর এমন অভাগিনী কে আছে যে, তার দুঃখরাশি বাড়াবার জন্যে বিধাতা অকস্মাৎ এ প্রলয়ের সৃষ্টি কর্‌বেন! তা না হলেই বা আমার মন আজ্‌ এমন কঠিন কেন হবে! আমি অন্ধকারের অনুরোধে বাছার কাছে এলেম্‌ না! (রোদন)

মুনি। তোমার কি চেষ্টার ক্রটি হয়েছিল! আর ভাই, যিনি বজ্রের সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি আর আশ্রিত ব্যক্তির মস্তকে হস্তার্পণ করে্য সে বজ্রাঘাত নিবারণ কর্‌তে পারেন না?

সুনী। সখি, তোমার মঙ্গল কামনাই সফল হোক্! (কিঞ্চিৎগমন।)

উত্তা। হা কুলকলঙ্কিনি! হা পতিঘাতিনি ভুজঙ্গি! এখন এক্-বার এসে তোর ষড়যন্ত্রের অন্তিম ফল স্বচক্ষে দেখে যা? হা প্রাণ! আর কেন পিঞ্জরস্থ হয়ে লজ্জার যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছো? এ ঘৃণিত দেহ পরিত্যাগ করে্য এখনি বহির্গত হও? হা! হা!—

সুনী। ঐ শুন, সখি, আমার মত দুঃখী কে বুঝি জীবনের সকল আশাভরসা বিসর্জ্জন দিয়ে মৃত্যুকে আহ্বান কর্‌ছে।

সুনি। হাঁ সখি, বুকে নৈরাশ্যের শেলাঘাত হলে যে শব্দ হয় এ সেই শব্দ বটে! কিন্তু বিলাপে স্ত্রীকে তিরস্কার কর্‌ছে।

সুনী। হতেও পারে, এ অধমকুলে কত কণ্টকময়ী বিষলতা জন্মগ্রহণ করে যে, যার বেষ্টনে পুরুষের সর্ব্বাঙ্গবিদীর্ণ হয়ে শেষে প্রাণ সংশয় হয়।

সুনি। (নিকটে আসিয়া) সখি, একটু এই গাছের আড়ালে এসো! (বৃক্ষান্তরালে গমন ও দেখিয়া) এ ত কোন সামান্য মানুষ নয়!

উত্তা। আর কেন! এই ত নিশাদেবীও এ পাপীকে আশ্রয় প্রদানে পরাঙ্‌মুখ হলেন! অনতিদূরে পথিকের কথোপকথনও শ্রবণগোচর হচ্ছে! এখনি দিবাকর উদিত হলে মানুষের চক্ষু এ পামরের প্রতি নিপতিত হবে! লজ্জা, এ অবস্থায় আর কি ধৈর্য্য অবলম্বনে প্রবৃত্তি হয়?—অসি! পরম বন্ধুর কার্য্য করো? তুমি চিরদিন কুকার্য্যের দণ্ড স্বরূপ আমার হস্তে অবস্থিতি কর্‌তে, এসো আজ্ এই নরাধমের গলদেশে আরোহণ করে্য স্ত্রৈণতার সমুচিত দণ্ড দাও? (দণ্ডায়মান ও অসিগ্রহণ!)

মুনি। সখি, একটা মহাপ্রাণীর আত্মহত্যা দেখ্‌বো, কি বল?

উত্তা। (প্রকৃতির নিস্তব্ধভাব দর্শনে) আহা! সকলি নিস্তব্ধ, কেহই জাগ্রত নাই! কেনই বা থাক্‌বে? এমন দুরাত্মা প্রাণত্যাগ কর্‌ছে তা আবার কে দেখ্‌বে? আমি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত, নিষ্পাপিজীব কেন আমার মুখদর্শন কর্‌বে, কেন আমার সঙ্গে আলাপন কর্‌বে, কেনই বা আমার কথায় কর্ণপাত কর্‌বে, যাহোক্, আর কেন বিলম্ব করি!——উষাদেবি, দিগন্তব্যাপী পবনদেব, বৃক্ষলতাদি, তোমরাই

এ মহাপাতকীর স্ত্রৈণ অপবাদের সমুচিত দণ্ড আর যথার্থ প্রায়-শ্চিত্ত দেখো? আর এও অবগত হও, আর পারো যদি জগতে প্রচার কর্‌তে যত্নবান্‌ হয়ো যে আমার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী স্নীতি পতি-ব্রতা সতী! (গলদেশে অসিদানে উদ্যত।)

স্নী। (দ্রুতগমনে হস্তধারণ পূর্ব্বক) প্রাণনাথ, কি করো?

উত্তা। মহিষী! আমার ধ্রুব? (ভূতলে পতন ও অচেতন।)

স্নী। সখি, এ কি হলো! (উভয়ের ধারণ ও রোদন।)

মুনি। তুমি বাতাস করো, আমি একটু জল আনি।

[মুনিকন্যার প্রস্থান।

স্নী। (রাজার বদন দৃষ্টি পূর্ব্বক) প্রাণনাথ! তুমি কি তবে যথার্থই এ দাসীকে বিসর্জ্জন দিয়ে কাতর হয়েছিলে? নাথ, উঠ? চল আমাদের প্রাণের ধ্রুবকে দেখিগে? সে ত এই বনেই আছে।

(মুনিকন্যার পুনঃ প্রবেশ।)

মুনি। এই ধর, ধর, জল দাও? (বদনে জলসেচন।)

উত্তা। (চেতনান্তর) আমার ধ্রুব!—ধ্রুবরে!

মুনি। ধ্রুবও আস্‌ছেন।

উত্তা। আঃ, আঃ ধ্রুবরে!

(ধ্রুব, নারদ ও রসময়েয় প্রবেশ।)

উত্তা। ধ্রুব রে, আমার কোলে আয়? আমার প্রাণ শীতল কর্‌? (নারদকে দেখিয়া উত্থান পূর্ব্বক) দেব, প্রণাম করি। (প্রণাম।)

নারদ। রাজন্‌, এমন সৎপুত্র আর হয় না!

ধ্রুব। (প্রণাম)

উত্তা। (মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া) বাপ্‌! তোমার পিতার সকল দোষ ক্ষমা করো? রাক্ষসী মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে আমি তোকে এত দুঃখ দিয়েছি।

ধ্রুব। পিতঃ, আমার প্রতি আপনার সকল ব্যবহার অসীম স্নেহ-তেই পরিণত হয়েছে। আর যে মায়া প্রভাবে আমার বনযাত্রা সঙ্ঘটন হয়েছিল সে মায়া আমার সকল সৌভাগ্যের মূল।

সুনী। (চক্ষু মুছিয়া) ধ্রুব রে, বনে আসা অবধি তুই আমায় একটীবারও মা বলে ডাকিস্‌নি, চিরদিনই মৌন হয়ে তপস্যা করে-ছিস্, আজ একবার মা বলে আমার প্রাণ শীতল কর্।

ধ্রুব। মা, আজ আমার মৌন হওয়াও শেষ হয়েছে। আমি এতকাল ভগবানের যে মঙ্গলমূর্ত্তি চিন্তা কর্‌ছিলেম, সেই শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু আজ আমায় দর্শন দিয়েছেন। তিনি সর্ব্ববেদময় শঙ্খের পরমেশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদান্তভাগ স্বরূপ প্রান্তভাগ দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করেছেন। আমি তাতেই দিব্যজ্ঞান ও বাক্‌শক্তি লাভ করে্য, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর তত্ত্বনিরূ-পণে অক্ষম, সমুদয় শাস্ত্র যাঁর স্তুতিবাদে পরাভব সেই দেবদেবকে বাক্যের দ্বারা স্তব করেছি। তারপর দয়াময় ভগবান্ আমার প্রতি পরিতুষ্ট হয়ে আমার সকল কামনা সফল হবার বর দান করেছেন। তারপর দেবর্ষি প্রমুখাৎ আপ্‌নারদের সকল কথা শুনে এই আস্‌ছি।

উত্তা। ধ্রুব, আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই! তোমা হতেই আমাদের রাজবংশ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হলো।

নারদ। রাজন্, এমন সৎপুত্র কি আর হয়! মুনীন্দ্রগণ অনন্ত-কাল ধ্যান করে্যও যাঁর দর্শনলাভে সক্ষম হন না, সেই ধ্যানাতীত পরমব্রহ্মকে দর্শন করা কি সামান্য সৌভাগ্য!

রস। ধন্য বালক! ধন্য ধন্য!

সুনী। বাছা, তুমি এ দুঃখিনী মাকে যথার্থই সৌভাগ্যবতী কর্‌লে!

মুনি। এ সৌভাগ্যের তুলনা নাই।

নারদ। রাজন্, তোমার ধ্রুব এজন্মের ন্যায় পূর্ব্বজন্মেও ভগ-বানের অশেষবিধ প্রিয়কার্য্যের দ্বারা সেই দেবদেবকে পরিতুষ্ট করেছিলেন, কিন্তু ইনি কোন রাজপুত্রের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে রাজ-

পুত্র হবার আর বিষয়ভোগের কামনা করেন, সেই জন্যেই আপ্-নার গৃহে জন্ম। এ জন্মও সামান্য জন্ম নয়, স্বায়ম্ভূব মনুর বংশে জন্মগ্রহণ করাই তাপসগণের পক্ষে একটী শ্লাঘার বিষয়। আর এই জন্যেই ধ্রুব এই স্বল্প কাল মাত্র তপস্যা কর্য্যে ভগবানের দয় লাভ কর্লেন। এখন ধ্রুব এখানকার নিরূপিত ভোগান্তে ত্রৈলোক্যের আশ্রয় স্বরূপ সমুদয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, সপ্তর্ষি ও বিমানচারী দেবগণের উপরিস্থিত পরম শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন কর্য্যে চারিসহস্র যুগ অর্থাৎ প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত অনন্ত সুখ ভোগ কর্বেন। মহিষী সুনীতিও পবিত্র তারা হয়ে এ তাবৎকাল বিষ্ণুপদ নামক স্থানে ধ্রুবের সম্মুখেই থাক্বেন।

উত্তা। আমার এই সসাগরাপৃথিবী ভারতবর্ষের রাজসিংহাসন এবং অতুল ঐশ্বর্য্য এ সমুদয় অদ্যাবধি ধ্রুবের হলো।

নারদ। আর রাজন্, তোমার ধ্রুব সম্বন্ধে রাজপুরীর সমস্ত ঘটনাই আমার কৌশল। ত্বরায় ধ্রুবের অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আর ধ্রুবের দৃষ্টান্তে লোকে এই জান্লে যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা কর্বার্ কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স কি কাল নাই, ভগবান্ কালের কি বয়সের দেবতা নন, তাঁর নিকট আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমান। আর সুনীতির দৃষ্টান্তে জগতে এই বিদিত হল লাভ যে সতী স্ত্রী স্বামী-লাঞ্ছনা সহ্য কর্বার কতদূর শক্তি ধারণ করেন, পুত্রের জন্য মাতার কতদূর সহিষ্ণুতা, আর ধর্ম্মের পুরস্কার কিরূপে হয়। আর রাজন্, তোমার দৃষ্টান্তে এই স্থাপিত হল যে, স্বয়ং ব্রহ্মার পৌত্র হয়েও এই পবিত্র সত্যকালেও বহুবিবাহের বিষময়ফল ভোগ পরিত্যাগে সক্ষম হলেন না। রাজন্ এখন তুমি ধ্রুবকে ক্রোড় সমর্পণ কর্য্যে চরিতার্থ হও।

উত্তা। আপ্নার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(রাজা ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া সুনীতি সহ বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

উত্তা। আজ্ আমি পৃথিবীর চরম সুখ লাভ কর্লেম! এই বৃক্ষমূল ভারতের সিংহাসন অপেক্ষাও আমার সুখের!

রগ। আমাদেরও চক্ষু সার্থক হলো।

নারদ। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) এই যে দেবগণও এ উৎসবে আনন্দ কর্‌তে এসেছেন।

(স্বর্গ হইতে পুষ্প বর্ষণ ও নারদের সংগীত।)

ভৈরব। একতালা।

জয় হরি নারায়ণ, সকল শুভ কারণ।
সুরীত জন পরম সুহৃদ, ভীম দুরীত দমন॥
তাপিত চিত নয়ন গলিত, সলিল ধার মোচন।
সহায় বহীন সহকারী এক বিপন্ন ভয় ভঞ্জন॥
ভকত প্রিয় সাধক সুজনে, সানুকূল দর্শন।
ধরম সেতু করিছো সতত, করম ফল বিতরণ॥
সুরক্ষিত রাজ ভবন সুন্দর, বিজন বন ভীষণ।
পরিজন পাশ, শার্দূল সকাশ, সর্ব্বত্র সম রক্ষণ॥
ধ্রুবের চরিতে, এ সব জগতে করিলে সু-প্রকটন।
পুণ্যাধার বট, তুমি ভগবান্, পদ্মপলাশলোচন॥

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।